গ্রন্থকারের—

আধুনিক সামাজিক উপন্যাস—

মূল্য—৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—শিশির পাবলিশিং হাউস।

জীবনে ভুল।

পিতামহ—

শ্রীকালীনাথ মিত্রসি, আই, ই—

মহাশয়ের করকমলে—

ভক্তি ও শ্রদ্ধার

নিদর্শনস্বরূপ

অর্পণ

করিলাম।

ঘাটশীলা।
মাঘী-পূর্ণিমা—
সন ১৩২৯।

সুধীর

জীবনে ভুল।

১

শীতের সকাল। তাহার উপর আবার সকাল হইতে টিপি টিপি করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। একে মেঘ তাহার উপর আবার কুয়াসা। সূর্য্যদেব আজ সকাল হইতেই দেখা দেন নাই। একে শীতের ভয়ে মানুষ জড় সড় হইয়া আছে, তাহার উপর আবার বৃষ্টি হওয়ায়, ঠাণ্ডায় মানুষকে আরো জড় সড় করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

মোহিত বাবু সকাল বেলায় উঠিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। রজনী আজ এখনও আসিতেছে না কেন? তাহার আজ উঠিতে বেলা হইয়াছিল, তাই কেবলই তাহার মনে

হইতে ছিল, রজনী হয়তঃ আসিয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া চলিয়া গিয়াছে ; কারণ মোহিত বাবুই বাড়ীর মধ্যে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া থাকেন। আজ তাহার উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে, কাজে কাজেই চাকররা বৃষ্টির জন্য সকাল বেলায় তাঁহাদের আলস্য পরিত্যাগ করে নাই। মোহিত বাবু যখন ৭টার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন, তখনও তাহার সদর দরজা বন্ধ ছিল। তাহারই চীৎকারে ভিখু সদর ও তাহার বসিবার ঘরের দরজা খুলিয়া দেয়। সুতরাং কেবলই তাহার মনে হইতে ছিল, রজনী যদি আসিয়া ফিরিয়া গিয়া থাকে।

ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। ডোরা চা লইয়া আসিয়া দেখিল, তাহার দাদা একলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। আজ কেহই আসে নাই। দাদাকে একলা দেখিয়া ডোরা বলিল, "দাদা! আজ এত চা তা'হলে কে খাবে ?"

"তাই তঃ ডোরা! আমি তঃ ঐ কথা বসে বসে ভাব্‌ছি।"

ডোরা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দাদার জন্য এক পেয়ালা চা তৈয়ারী করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মোহিত বাবু বলিলেন, "সুভাস ও বিভূতি এখনই আসিবে। তবে রজনী—সেই সকালে আসে। সে যে আজ কেন এ'ল না —কিছুই বুঝ্‌তে পা'রছি না।"

"এই বৃষ্টিতে তিনি আর এসেছেন।"

জীবনে ভুল

"না রে! কাল বিকালে যখন একসঙ্গে ট্রামে আস্‌ছিলাম, তখন সে বল্‌লে, কাল তোমার ওখানে নিশ্চয়ই যাব। আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।"

ডোরা তৈয়ারী চায়ের পেয়ালাটী তাহার দাদার নিকটে রাখিয়া নিজের জন্য আর এক পেয়ালা চা তৈয়ারী করিতে লাগিল।

মোহিত বাবু এক চুমুক চা পান করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ডোরা! রজনী তঃ আসিয়া ফিরিয়া যায় নাই। আজ আমার উঠিতে দেরী হয়ে ছিল।"

"না দাদা! তিনি আবার এসে এই—বৃষ্টিতে ফিরিয়া গেছেন।"

"আচ্ছা! আজ ওরাও তঃ কেউ আস্‌ছে না কেন? বৃষ্টিটা আজ আমায় জ্বালালে দেখ্‌ছি!"

ডোরাও সবেমাত্র এক চুমুক চা পান করিয়াছে এমন সময় তাহার দাদা ঐ কথা বলায়, সে তখনই বলিয়া উঠিল, "বিভূতি বাবু নিশ্চয়ই আস্‌বেন?"

সঙ্গে সঙ্গে বিভূতি বাবু পর্দ্দাটি সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন; "নিশ্চয়ই আস'ব! কে বল্‌লে আস্‌বেনা।"

তাহার পর ডোরার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা ডোরা! তোরা ভাব্‌তেও পার্‌লি যে আমি আস্‌বো না। অথচ এখনও বেঁচে আছি।"

ডোরা বিভূতি বাবুর কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"দেখুন বিভূতি বাবু, আমি জানি আপনি নিশ্চয়ই আস্‌বেন, কিন্তু দাদা যে ব্যস্ত মানুষ।—যত বল্‌ছি যে বৃষ্টির জন্য আজ তাহার দেরী হচ্ছে—"

বিভূতি বাবু বাহিরের দেয়ালের গায়ে ছাতাটি রাখিয়া দিয়া সিগারেটে একটি টান দিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও বাবা! আগে একটু গরম হই। যা বরষা নেমেছে।"

ডোরা বিভূতি বাবুর হাতে সিগারেট দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—

"আচ্ছা বিভূতি বাবু, আপনি এত—Non-co-operation এর পক্ষপাতী তবে আবার ঐ বিলাতি জিনিষটা মুখে দিচ্ছেন কেন?"

বিভূতি বাবু চেয়ারে ভাল করিয়া বসিয়া বলিলেন, "এটা আর বুঝ্‌তে পারছিস্ না। গান্ধী কি বলে গেছেন? সমস্ত বিলাতি জিনিষ পুড়াইয়া ফেলিবে। কাজে কাজেই বিলাতি কাপড় পুড়াইবার মতন আমিও এই বিলাতি জিনিষটা পুড়িয়ে ফেল্‌ছি।"

তারপর একটু থামিয়া মোহিত বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, "জান্‌লি ডোরা! আমি গান্ধীর আদেশ অমান্য করি নি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিভূতি বাবু আবার বলিয়া উঠিলেন, "বা! তোমরা তঃ বেশ লোক। একটা ভদ্রলোক এলো তোমাদের গ্রাহ্যই নেই। যে যার নিজের বাটী লইয়াই ব্যস্ত। হাঁ ডোরা! আমার চা কোথায়?"

ডোরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোহিত বাবু যদিও মৃদু হাসিলেন তথাপি লজ্জায় তাহার কানের ধারগুলি লাল হইয়া উঠিল। তিনিও তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা ডোরা আগে বিভূতিকে চা-টা দাও না।"

"হাঁ দিচ্ছি" বলিয়া ডোরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মোহিত বাবু বিভূতিকে বলিলেন, "জান্‌লে আজ আর বৃষ্টি থাম্‌বে না। তুমি এখনই যাবে না কি?"

"কথা শুনে মনে হচ্ছে এখন যাব না, কিন্তু যখন এক কাপ চায়েতে এই ব্যাপার তখন ভিজে ভিজে সরে পড়াই ভাল।"

সঙ্গে সঙ্গে ডোরাও চা হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "এর মধ্যে কোথায় সরে পড়্‌বেন।"

ডোরাকে সাম্‌নে দেখিয়া মোহিত বাবু বলিলেন, "যা তঃ মাকে বলে আয় বিভূতি আজ এখানে খাবে।"

বিভূতি বলিল, "আচ্ছা, তোমাদের কি একটু আক্কেল নেই। আজ কেউ খাবে না, আমি কি করে খাই।"

"কি করে থাই মানে কি ? তারা তঃ আসে নি, আর এই বাদ্‌লায় তোমায়ই বা কি করে ছেড়ে দি।"

বিভূতি বাবু কিছু না বলিয়া চায়ের পেয়ালায় একটি, চুমুক দিলেন। ডোরা এতক্ষণ তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে ছিল। দাদার কথা শেষ হইবামাত্র সে বলিল, "তাহ'লে আমি মাকে বলে আসি।"

এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

রজনী বাবু সমস্ত সকাল বাড়ীর বাহির হ'ন নাই।—চুপ-চাপ নিজের ঘরে বসিয়া একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতে ছিলেন। ভিক্টোরিয়া ক্রসের বই (Victoria cross) তিনি কখনও পড়েন নাই। কেবলই তাহার বন্ধুদের কাছে শুনিয়া আসিয়াছেন যে পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে অধুনা তাহারই লেখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আজ বহুদিন পরে তিনি সেই লেখকের সঙ্গ পাইলেন।

অতি প্রত্যুষে তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, দৈনিক কার্য্য সমূহ সম্পাদন করিয়া ভাবিলেন, অদ্য মোহিত বাবুর ওখানে তিনি এই বাদ্‌লার দিনে বাহির হইবেন কি না? তিনি ঘরে বসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় তাহার স্ত্রী আসিয়া বলিল,—

জীবনে ভুল

"এই বাদ্‌লায় নাই বা বেরুলে। কাল তঃ সমস্ত রাত্রি জেগেছ। আজকের দিনটা না হয় ঘরেই রইলে।"

রজনী বাবু তাহার স্ত্রীর গিন্নীপানা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার স্ত্রী সেইরূপ মৃদু হাসি হাসিয়া, "তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা ভার দেখ্‌ছি—" বলিয়া ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

রজনী বাবু স্ত্রীর কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া Victoria cross এর নভেল খানি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। Roland এর প্রণয় কাহিনী প্রথম হইতেই তাহার ভাল লাগিতে ছিল কিন্তু একটু পড়িয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এর ভালবাসাটা নকল; আন্তরিক নহে।

বই খানি একটু পড়িয়াই তিনি তাহা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। বন্ধ করিবার কারণ আর কিছুই নহে; তাহার পুর্ব্ব স্মৃতিগুলি অল্প অল্প করিয়া হৃদয় মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিতে ছিল। শেষে তাহার সহ্য করিবার বাঁধ টলমল করিয়া উঠিল। ভালবাসার একটা প্রবল বন্যা তাহার মানস নদীতে ডাক দিল। চারিদিক ছাপাইয়া তাহা বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

তখনই আবার তাহার মনে হইল, আচ্ছা ডলি আমার কে? আমি হিন্দু আর সে ব্রাহ্ম,বন্ধুত্ব ছাড়া তাহার সহিত আর কোন

সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। নীহারের শান্ত ছবিখানি তাহার মানস নেত্রের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যেন নীহার তাহার সামনে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "ওগো আমি যে তোমার ;—ডলি কেন তোমার হইতে যাবে। তাহার কি অধিকার আছে ?"

রজনী বাবু তন্ময়তা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিহরিয়া উঠিলেন। বইখানি আবার খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাহার পড়িতে মন লাগিল না। ডলি যেন তাহার সমস্ত শক্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আজ তাহার হৃদয় আবার সেই ডলিময় হইয়া উঠিয়াছে।

রজনী বাবু একবার বাহিরের দিকে চাহিলেন ; বৃষ্টি সেই রকমই টিপি টিপি করিয়া পড়িতেছে, বাতাস সেই ভাবেই সোঁ সোঁ শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, প্রকৃতি সেই রকমই অল্প আঁধার অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে।

রজনী বাবু বইখানি বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন কারণ তাহার মনে হইতে ছিল, বোধ হয় নীহারের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে তাহার হৃদয় আবার শান্ত হইতে পারে। কিন্তু কই নীহার কোথায় ! সে তাহার মার সহিত গৃহ কার্য্যে ব্যস্ত। রজনী বাবু কিছুক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির অবস্থাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তারপর আস্তে আস্তে চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে

আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বইখানি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

দুই লাইন পড়িতে না পড়িতেই ডলির কথা আবার তাহার মনে হইতে লাগিল। মোহিত বাবুর বাটীতে চা খাইতে গিয়া প্রথম তাহার সহিত কিরূপে পরিচয় হয়। ক্রমে ক্রমে তাহা ঘন হইয়া উভয়ের হৃদয় ছাইয়া ফেলে। প্রথম দর্শনেই যে উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়া ছিল তাহা প্রথমে কেহই জানিতে পারে নাই। ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাহারা মিলনের আশায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনও কেহই সে বিষয়ে লক্ষ্য করে নাই।

ভাবনায় ভাবনা বাড়িয়া যায়। রজনীর ভাবনাও ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল। আর একদিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। মোহিত বাবুর উদ্যান সম্মিলনের দিন যখন তাহারা দুইজনে মিলিয়া পুকুরের ধারে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে তখন ডলির শান্ত চোখ দুটী কিরূপ শান্ত করুণ ভাবে তাহার দিকে চাহিয়াছিল তাহা আজও যেন তাহার হৃদয়ে স্পষ্টভাবে আঁকা রহিয়াছে। ডলির সেই চোখ দুটি আজও যেন সেই ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া ভিক্ষা মাগিতেছে।

যখন কথার মাঝখানে রজনী বাবু ডলিকে জিজ্ঞাসা করিল "ডলি! তোমার সহিত আমার মিলন এ জীবনে হইতে পারে

না কারণ তুমি জান আমার পিতা কিরূপ গোঁড়া হিন্দু। এমন কি তোমাদের এখানে চা খাইতে আসি বলিয়া বাবা কত কথা আমায় বলেন।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ডলির অলস দেহ কিরূপে তাহার কাঁধের উপর পড়িয়া গিয়াছিল তাহা আজও তাহার স্মরণ আছে। তিনি তাহার মাথা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ডলি তুমি কাঁদছ কেন ?"

ডলির সেই করুণ চোখদুটি যেন আজও তাহাকে বলিতেছে,—

"একটা জীবনের সুখ গেল, আবার কি সুখী হতে পা'রবো।"

নীহার সেই সময় ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, "কি গো চুপচাপ কি ভাবছো"? এই বলিয়া সে স্বামীর মুখেরদিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। হাসিটা যেন তাহার হাত ধরা। রজনী বাবু নীহারকে কখনও কড়া কথা বলেন নাই। তাহার প্রকৃতিটা যে অত্যন্ত সরল এটা তিনি প্রথম হইতেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ঐ কথাটি বলিয়া নীহার-বাক্সের মধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিল,—"বাবা কাল কলিকাতায় আসিয়াছেন। রাধু কাল আমায় এই চিঠি

খানি দিয়া গেছে। তুমি আজ বিকালে একবার দেখা করতে যাবে জানলে, আর—

"আর বলে যে থেমে গেলে"?

"না বাবা, ব'লবো না। বল্‌লেই তঃ মা আবার বকবেন।"

"থাক্! তোমায় আর বলতে হবে না।" অন্য দিন হইলে রজনী বাবু নীহারকে লইয়া অনেক ঠাট্টা করিতেন, কিন্তু আজ তাহার মন ডলির জন্য বড় উতলা হইতেছিল, কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। নীহারের কথা আজ যেন তাহার বিষবান বলিয়া মনে হইতেছিল।

নীহারেরও রজনী বাবুর কথা কানে কর্কশ ঠেকিতেছিল। সে আর বেশী কথা বলিতে সাহস করিল না, পাছে তাহার স্বামী আবার রাগিয়া যান। সে তাহার বক্তব্য বিষয় এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিল।

"বল্‌ছিলাম আর যদি মা মত দেন তাহা হইলে আমিও তোমার সঙ্গে একবার মার কাছে যাব।"

রজনী বাবু একটু অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিলেন, "তোমার যাওয়া আজ হতেই পারে না।"

নীহার রজনী বাবুর ভাব লক্ষ্য করিয়া, "মা আমায় ডাকছেন" বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রজনী বাবুর আজ ভাবনার অন্ত নাই। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, ভালবাসা লইয়া কেন শাস্ত্র হয় নাই। তাহা হইলে মিলনের বাঁধ থাকিত না—আশায় পিপাসা থাকিত না—হৃদয়ে হা হুতাশ থাকিত না। দাম্ভিক ব্রাহ্মণ কেন শাস্ত্রটা নিজেদের মনের মতন করিয়া গড়িল। আর যদি তাহাই করিল তবে ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্র কেন অন্যরূপ করিল না।

৩

দুপুর বেলায় আর রজনী বাবুর ঘুম হইল না। বইখানি পড়িবার অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই পড়িতে পারিলেন না। নীহার তাহার শ্বশ্রূমাতাকে খাওয়াইয়া আসিয়া দেখিল, যে তাহার স্বামী হাঁ করিয়া চাহিয়া শুইয়া আছেন। তাহার স্বামীর লেখনী প্রসূত কবিতা মাঝে মাঝে মাসিক পত্রে বাহির হইত। নীহার ভাবিল বোধ হয় তাহার স্বামী সেই বিষয় লইয়া ভাবিতেছেন। পাছে তাহার ভাবনার ক্ষতি হয় এই ভয়ে নীহার আস্তে আস্তে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

নীহারকে ঘরের বাহিরে যাইতে দেখিয়া রজনী বাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার আসাই বা কেন আর যাওয়াই বা কেন ;"

নীহার সেই খানেই দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "তোমরা কবি মানুষ—যদি তোমাদের চিন্তারাজ্যে ক্ষতি হয়, সেটা কে পূরণ করবে?" তারপর আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "আমি ত পারবই না।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিল।

"তোমায় কর্ত্তেও হবে না" বলিয়া রজনী বাবু একটা শুষ্ক হাসি হাসিলেন। যদিও আজ তাহার হৃদয় ডলিময় তথাপি তিনি নীহারের অমর্য্যাদা করেন নাই। আজ বলিয়া কেন। যখনই ডলির কথা তাহার মনে হয়, তখনই তিনি ভাবিতেন নীহার তাহার অপেক্ষা রূপে শ্রেষ্ঠা, গুণে তাহারই ন্যায় সরলা। কিন্তু কি জানি আজ ডলির ভাবনায় তাহাকে একেবারেই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

নীহার তাহার স্বামীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল,"তা হ'লে তুমি আজ যাচ্ছ?"

রজনী বাবু উদাস ভাবে নীহারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"বলবে না ত" বলিয়া নীহার একটু বিরক্তি প্রকাশ করিল, তারপর আবার হাসিতে হাসিতে বলিল,"কি রকম যে মানুষ ."

"মানুষ কি আবার দু রকম হয়।"

"ও মা! তা আর হয় না। মনের অবস্থা লইয়াই—তঃ মানুষ।"

রজনী বাবু আজ নীহারের সামান্য যুক্তি তর্কের কাছে পরাজয় স্বীকার করিলেন। রজনী বাবু তাহার বড় বড় টানা চোখ দুটি তাহার স্ত্রীর চক্ষের সহিত মিলাইয়া দিয়া বলিল,

"যখন বল্‌ছ ! তখন না হয় বিকালে একবার বেড়াইতে বেড়াইতে যাওয়া যাবে। তা ব'লে তোমার যাওয়া হচ্ছে না।" এই বলিয়া অল্প হাসিতে লাগিলেন।

"ওমা !" এই বলিয়া নীহার জোরে মধ্যমানের দ্বারা তাহার গণ্ড পেষন করিল। "আমি কি বল্‌ছি তোমার সঙ্গে যাব।"

সমস্ত দুপুর নীহারের সহিত গল্প করিয়াও রজনী বাবু তাহার মনকে শান্ত করিতে পারিলেন না। ডলিকে দেখিবার জন্য তাহার মন কেন যে এত উতলা হইতেছে, তাহা তিনি কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না। তাহার মনে কেবলই হইতেছিল, বোধ হয় ডলিকে একবার দেখিলেই তাহার মন আবার পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

বিকালে নীহারের নিকট বিদায় লইয়া যখন রজনী বাবু বাহিরে আসিলেন তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতি সেই রকমই আঁধার—তখন সেই রকমই গম্ভীর।

সদর দরজা দিয়া বাহির হইবার সময় রজনী বাবু ভাবিলেন, প্রথমে ডলির সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহার পর শ্বশুর বাটীতে গমন করিব কারণ,সেখানে যাইলে তাহারা তাহাকে না খাওয়াইয়া

ছাড়িবে না। শ্বশুর বাটীতে তাহার যত্নও একটু বেশী ছিল কারণ নীহার তাহার মাতার একমাত্র কন্যা। ভবেন বাবু সারা জীবনে পুত্রের মুখ দেখেন নাই। তাহার কন্যা নীহার, পুত্র ও কন্যা উভয়ের স্থান অধিকার করিয়া ছিল; সুতরাং এখন নীহারের অবর্ত্তমানে তাহার জামাতার আদর অধিক হইবে সে বিষয়ে কিছুই আশ্চর্য্য হইবার কারণ ছিল না।

৪

রজনী বাবু সন্ধ্যার সময় ডলির বাটীর সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একবার ভাবিলেন, না আজ আর দেখা করিব না, একেবারেই ওখানে চলিয়া যাই। কিন্তু বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি অন্যত্র যাইতে পারিলেন না। ডলিকে না দেখিয়া তাহার মন অন্যত্র যাইতে চাহিল না।

এমন সময় কিশোর কোথায় যাইতে ছিল। সে বাটির বাহির হইয়া রজনী বাবুকে সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "এই যে রজনী বাবু! নমস্কার! এমন সময় আপনি এখানে—"

কিশোরের কথায় রজনী বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন, "এই শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছিলাম—তা যাবার রাস্তায় তোমাদের বাড়ী

পড়্‌লো, তাই মনে কর্‌লাম একবার ডলির সঙ্গে দেখা করে যাই।

"আসুন! আসুন!! আপনি তঃ আর এদিক্ মাড়াবেন না। বসুন! আমি বউদিকে খবর দিচ্ছি।"

এই বলিয়া কিশোর আবার বাড়ীর ভিতর গমন করিল এবং অল্পক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া রজনী বাবুকে বলিল, "একটু বসুন—বউদি আস্‌'ছেন।"

কিশোর বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে, রজনী বাবু তাহাকে বাঁধা দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা কিশোর, তুমি কি চিরকালই এই রকম ব্যস্ত থাকিবে।"

কিশোর একটু কিন্তু হইয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে না! কাকী মাকে এখনই আন্‌তে যেতে হবে। রাত্রি—হয়ে গেল, তাই তাড়া কর্‌ছিলাম।"

"তুমি কি এখনও যাওনি, ঠাকুর পো" এই বলিয়া তাহার বউদি সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

"কি রে ডলি! কেমন আছিস্?"

রজনী বাবুর কথাটা যে আজ ভার ভার তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন।

"এই এক রকম" বলিয়া ডলি মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"তা হ'লে আমি যাচ্ছি" বলিয়া কিশোর তাড়াতাড়ি বাটীর বাহির হইয়া গেল।

"কেন তোর কি তাঁর জন্য মন কেমন করছে।"

"আপনি কি যে ঠাট্টা করেন।" ডলি তাহার মুখ নীচু করিল।

"কেন আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করিতে পারি না ?"

"ঠাট্টা তঃ সকলেই সকলের সঙ্গে করতে পারেন। বিশেষতঃ আপনি তঃ আমার সঙ্গে পারবেনই, যেহেতু আপনি আমার সঙ্গে চিরকালই ঠাট্টা করে আসছেন।"

"তা হ'লে তোর সব কথা মনে আছে ?"

ডলির মুখ লাল হইয়া উঠিল। বাল্যকালের কথাগুলি তাহার মনের আসে পাশে উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল।

"কি রে চুপ করে রইলি যে ? তাহ'লে সেই বাগানের কথা এখনও তোর মনে আছে ?"

ডলি শান্ত ভাবে ঘাড় হেলাইয়া জানাইল "আছে।"

রজনী বাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া ডলির হাতখানি ধরিতে গেলেন। ডলি একটু পিছাইয়া গিয়া তাহার শান্ত টানা আঁখিদ্বয় রজনী বাবুর দৃষ্টির সহিত মিলাইয়া দিয়া স্থির ভাবে উত্তর করিল, "দেখুন ! সেদিন চলিয়া গিয়াছে। আমি এখন পরের। আমার সমস্ত আমিত্ব-

টুকু তাঁহার সহিত মিলিয়া এখন এক হইয়াছে। আমার আর কোন অধিকার বা দাবী নাই।”

রজনী বাবু অত্যন্ত কাতর ভাবে উত্তর দিল, “ডলি তোকে চির দিনই সেই এক ভাবেই দেখি। আমাদের শাস্ত্র ভালবাসার উপর ভিত্তি লয় নাই বলিয়া আজ আমরা লোক-চক্ষে আলাদা, কিন্তু আজও আমার মন তোর উপর সেই রকমই আছে।”

ডলি স্থির ভাবে রজনী বাবুর কথাগুলি শুনিল, কিন্তু উত্তর দিবার ক্ষমতা তখন তাহার ছিল না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন তাহার চক্ষের সাম্‌নে অন্ধকার হইয়া আসিতে ছিল, প্রত্যেক রন্ধ্র দেশ হইতে কি যেন একটা অব্যক্ত ধ্বনি তাহার কানে পশিতে ছিল, নিরাময় ব্রহ্মের অপার করুণার উপর তাহার ঘৃণা বোধ হইতে ছিল। সেও স্থির থাকিতে পারিল না। টলিতে টলিতে পাশের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রজনী বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সেখানে বসিয়া রহিলেন, এই আশায় যদি ডলি আবার ফিরিয়া আসে; কিন্তু যখন দেখি-লেন সে আর বাহিরে আসিল না, তখন তিনি আস্তে আস্তে বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন।

রাস্তায় আসিয়া তিনি আর-শ্বশুর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাহার হৃদয় আজ প্রকৃতি অপেক্ষা আঁধার,—লৌহ অপেক্ষা গুরু। তিনি একবার ডলির বাটীর দিকে চাহিলেন।

অটল ভবনখানি স্থির ভাবে প্রকৃতির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া আছে। মাথার উপর চাঁদ যেন অল্প হাসিয়া বলিতেছে, "দাঁড়িয়ে কেন ? যা শুন্‌বার তা তঃ শুন্‌লে।" পবনও যেন সেই কথাটা প্রচার করিবার জন্য তাহার পাশ দিয়া বেগে দৌড়াইয়া গেল। তখন কেবলই তাহার মনে হইতে ছিল, যদি বাটীর অন্য কেহ তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া থাকে। তিনি যত শীঘ্র পারিলেন সেখান হইতে বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

৫

পাশের ঘরে শুইয়া ডলির বাল্য-কালের সমস্ত কথাগুলি, একটির পর একটি করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। সে না জানিয়া যে কি একটা ভুল করিয়াছে তাহা মুছিবার আর উপায় রাখে নাই। রজনী বাবু যখন পুরুষ হইয়া, বিবাহ করিয়া তাহার স্মৃতি এখনও মুছিতে পারে নাই তখন সে অবলা হইয়া কেমন করিয়া তাহা মুছিবে। আর যদিও বা কোন রকমে চাপিয়া রাখিতে পারিত, বিবাহ করিয়া এখনত নারী জন্মের সাধ, আহ্লাদ, আশা তাহার পূর্ণ মাত্রায় পূরণ হয় নাই। হিমাংশুর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এক মাসের অধিক তিনি তাহার সঙ্গ পান নাই। তাহার স্বামীর বিবেচনায় লেখাপড়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, শ্রেষ্ঠ সাধনা। বিবাহের পর নারী জীবনের

পিপাসাটা যে আরো বাড়িয়া যায়, সে বিষয়টা তাহার আদপেই জ্ঞান ছিল না। বিবাহ করিয়া তিনি এক মাসের মধ্যেই বিলাতে গমন করিলেন। তাহার জীবনের সাধনার পূর্ণাহুতি তিনি সেইখানে দিবেন।

ডলি যতই বাল্য-কালের কথা মনে করিতে লাগিল, ততই তাহার অন্তরে আরো বেশী করিয়া বাজিতে লাগিল। এক একবার তাহার মনে হইতে ছিল, যদি রজনী বাবুর সহিত তাহার বিবাহ হইত, তাহা হইলে বোধ হয় সে এ জীবনে সুখী হইতে পারিত। হিমাংশুর সহিত বিবাহ হওয়ায় সে ধন্য হইয়াছে, তথাপি তিনি বিদ্যায় উন্নতি সাধন করিলেও, নারী জাতির হৃদয়ের বেদনা তিনি মোটেই বুঝিতেন না। যদি তিনি তাহা বুঝিতেন তাহা হইলে তিনি কখনই বিবাহের পর তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিতেন না। কিন্তু হায়! মূর্খ নারী একবারও ভাবিতে পারিল না কাহার সুখের আশায় এই পুরুষ জাতি সমস্ত জীবন গাধার মতন খাটিয়া মরে।

এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে কখন যে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল, ডলি তাহা মোটেই টের পাইল না। কিশোর ঘরের মধ্যে আসিয়া তাহার বউদিকে অসময়ে সেই অবস্থায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বৌদি! তুমি এমন সময় এখানে শুয়ে?"

কিশোরের কথায় ডলি চমকিয়া উঠিল এবং অল্প আলোক সত্ত্বেও কিশোর তাহা লক্ষ্য করিল।

"না! এই একলা বলে শুয়ে ছিলাম। মা এসেছেন?"

"হাঁ মা উপরে গেছেন।"

ডলি আর কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পৃথিবীটা আজ যেন তাহার কাছে একটা জড় পদার্থ বলিয়া মনে হইতেছিল। এ পৃথিবীতে যেন কোনরূপ সুখ নাই।

ডলি তাহার মাতার নিকটে গিয়া উপবেশন করিল। মাতার সহিত কথা কহিতে তাহার ভাল লাগিতেছিল না। কেবলই সন্ধ্যার কথাগুলি তাহার মনে হইতেছিল। তাহার মুখখানি শুকান শুকান দেখিয়া তাহার শ্বশ্রূমাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বউমা! তোমায় আজ এত রুক্ষ দেখাচ্ছে কেন? কোন কিছু অসুখ হয় নাই ত?"

কিশোর সেই সময় বাটীর ভিতর খাইতে আসিতেছিল। দূর হইতে কাকীমার কথাগুলি তাহার কাণে যাইবামাত্রই সে সেইখান হইতে বলিয়া উঠিল,—

"অসুখ হবে না? সমস্ত সন্ধ্যাটি আমার ঘরে শুয়ে ঘুমিয়েছেন। অবেলায় ঘুমালে শরীর ত ভার হবেই।"

ডলির একবার ইচ্ছা হইল সে তাহার মাতার কাছে

সমস্ত কথা খুলিয়া বলে, কিন্তু কথাগুলি গলা অবধি আসিয়া আর বাহির হইল না। তাহার মনে হইল, যদি তাহার মাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, কেন রজনী বাবু তাহার হাত ধরিতে গেল? তাহা হইলে সে কি উত্তর দিবে? বাল্য-কালের সমস্ত কথাগুলি তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হয়। সুতরাং চুপচাপ থাকাই ভাল। রজনী বাবুর সহিত আর না দেখা করিলেই চলিবে।

তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া তাহার মাতা আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বউমা সমস্ত ভরা সন্ধ্যাটা ঘুমোতে হয়?"

ডলি সেই ভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিশোর খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ কাকীমা! দাদার আর চিঠি আসে নাই।"

"না! আজ কয় দিন ত তাহার কোন খবর পাইনি।"

এই কথাটা ডলির হৃদয়ে একটু জোরে ঘা মারিল। তাহার মনে হইল যে পুরুষ নূতনকে ভুলিয়া থাকিতে পারে সে মাকে ভুলিয়া থাকিবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি আছে?

"তা হ'লে দাদাকে একখানি চিঠি দিব?" এই বলিয়া সে তাহার বউদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। ডলি জোর করিয়া হাসিয়া মুখ নত করিল। তাহার আজ

কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু কিশোর এ রহস্য ভেদ করিতে পারিল না। সে মনে করিল দাদার কথায় বউদি হাসিল।

কিশোরকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া তাহার কাকীমা তাহাকে বলিলেন, "দেখ কিশোর! তুই একটা কাগজ লইয়া আয় ত। আমি বরং হিমাংশুকে একখানি পত্র দি। এক বৎসর ত শেষ হ'ল। সে কবে আস্‌বে?"

কিশোর যাইতে যাইতে বউদির মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার কাকীমা তাহাকে ধমকাইয়া বলিলেন, "তোরাও ওর সঙ্গে রঙ্গ করবি?"

কিশোর সেই রকমই হাসিতে হাসিতে বলিয়া চলিয়া গেল—

"রঙ্গ আবার কি আছে?"

৩

বাটীতে আসিয়া রজনী বাবু কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

নীহার জানিত যখন তিনি তাহার মাতার নিকট গিয়াছেন, তখন আসিতে নিশ্চয়ই রাত্রি হইবে, কারণ তাহার মাতা জামাতাকে না খাওয়াইয়া কখনই ছাড়িবেন না। সেইজন্য

নীহার এতক্ষণ সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিল। তাহার শ্বশ্রূ-মাতার ফল গুছাইয়া যখন সে ঘরে আসিল, তখন তাহার স্বামী চুপ করিয়া শুইয়া আছে। তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া নীহার আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিয়া উঠিল, "কখন এলে গো তোমার ত কোন সাড়া শব্দ পাইনি!"

রজনী বাবু কিন্তু চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। সে কথায় মোটেই কাণ দিলেন না।

নীহার তাহার স্বামীর মুখের কাপড়টি অল্প সরাইয়া দিয়া, করস্পর্শে শরীরের উত্তাপ দেখিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার স্বামী চোখ বুজাইয়া ছিল বলিয়া নীহার আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, পাছে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে আস্তে আস্তে তাহার স্বামীর গায়ের কাপড় যথাস্থানে রাখিয়া, মুখপানে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রিতে ঘরে আসিয়া সে ঠাকুরের ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে ভগবানের কাছে নিবেদন করিল, "ঠাকুর আমার দেবতাকে ভাল রেখো, যেন তাহার কিছু না হয়।" সঙ্গে সঙ্গে কল্য সন্ধ্যায় হরিলুটের বন্দোবস্ত করিবার কথা জানাইতে ভুলিল না।

খাটের কাছে আসিয়া দেখিল তাহার স্বামী তাহারই দিকে

চাহিয়া শুইয়া আছে। সে তাহার স্বামীর পার্শ্বে আপন স্থান অধিকার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল,

"হ্যাগো তুমি আজ এত সকাল সকাল সেখান থেকে চলে এলে? মা কি বল্লেন।"

রজনী বাবুর হৃদয় তখন ডলির চিন্তায় বিভোর। কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

নীহার একটু উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "কি যে এত মুখের দিকে দেখ্‌ছ তাহা তঃ জানি না। আমার কথার উত্তর দেবে না তঃ?"

রজনী বাবু সেইরূপই ধীর, স্থির, গম্ভীর। ভাষা যেন আজ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

"বল্‌বে না তঃ?"

তাহার পর একটু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, "বেশ। তাহ'লে ঘুমোই? কথা কহিবে না ত?"

রজনী বাবু একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "দিন রাত আর ও সব ভাল লাগে না। একটু থাম দিকিনি।"

নীহার আর কোন কথা না বলিয়া অভিমান ভরে লেপখানি গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার কেবলই মনে হইতে ছিল হয় তঃ তাহার স্বামী নিশ্চয়ই সেখানে কিছু গণ্ডগোল করিয়া আসিয়াছে, না হয় তাঁহার শরীর খারাপ আছে। কিন্তু বেশীক্ষণ

চুপ করিয়া না থাকিতে পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বল্‌বে না তঃ? মা কি বল্লেন?"

"আমি ওখানে যাইনি। আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।"

নীহার তাহার স্থানে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার স্বামী কেন যে আজ এমন ভাবে কথা কহিতেছেন, তাহা সে মোটেই ঠিক্ করিতে পারিল না। নীহারের ফুঁপানি শুনিয়া রজনী বাবু বিরক্তির ভাবটা আরো স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিল, "তাহ'লে দেখ্‌ছি—রাত্রেও তুমি ঘরে শু'তে দিবে না। আচ্ছা জ্বালাতনে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি।"

নীহার মনে মনে বলিল, "ভগবান! যদি স্বামীর জ্বালাতনের কারণ হই, তবে আমার বেঁচে থেকে সুখ কি?" কিন্তু মুখ দিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। এই রকম অবস্থায় কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

রজনী বাবু কিন্তু সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ডলি তাহাকে কি ভাবিতেছে। সামান্য একটা ভুলের জন্য সে আজ জীবনের সমস্ত সুখ হারাইতে বসিয়াছে। একবার তাহার মনে হইল তিনি জীবনে আর ডলির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না, কিন্তু তখনই

আবার মনে হইল, না শুধু একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া, তাহার জীবনের ভুলটি শোধ করিয়া লইবেন।

ডলির কাছে আর একবার যাইব, কথাটা স্মরণ হইবার মাত্র তিনি অন্য সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। তখন কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, তিনি ডলির কাছে গিয়া প্রথমে কি বলিয়া কথা পাড়িবেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভাবনা তাহার মনে দেখা দিল, ডলি যদি দেখা না করে। কথাটা উদয় হইবামাত্র তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, গায়ে অল্প অল্প ঘর্ম্ম দেখা দিল, ঘরটা যেন আরো অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। তিনি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া অল্প আলোকে দেখিলেন, নীহার গাড় নিদ্রায় অভিভূত। কিন্তু তখনই আবার তাহার মনে হইল, না—নীহার তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। তিনি তাহার মুখখানি আরো নিকটে লইয়া গিয়া দেখিলেন, নীহারের সুসুপ্ত মুখখানি মৃদু আলোকে নীহার স্নাত-পদ্মের ন্যায় শ্বেত সলীলে বিরাজিতা। রজনী বাবু তাহার বিহ্বল দৃষ্টি অপসরণ করিতে পারিলেন না। স্থির ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিদ্রাদেবী আজ তাহাকে একেবারেই আশ্রয় হীন করিয়াছেন।

৭

আজ রবিবার। ডলির সামান্য জ্বর হইয়াছে কিন্তু কেন হইয়াছে তাহার কারণ বাড়ীর কেহই জানিতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় ও দুঃভাবনায় তাহার গা'টি বেশ গরম হইয়া ছিল। সকাল বেলায় সে দৈনিক কার্য্য সমাপন করিয়া পুনরায় বিছানা লইল। তাহার মনে মোটেই সুখ ছিল না। বাল্য-কালের স্মৃতিগুলি তাহার মনে উঁকি মারিয়া তাহাকে উৎব্যস্ত করিয়া তুলিতে ছিল।

বিছানায় শুইয়া সে প্রবাসী স্বামীর কথা ভাবিতে লাগিল। সেই বিবাহের রাত্রি। কই সে দিনও তঃ তিনি আমার সহিত ভাল করিয়া কথা ক'ন নাই। যেন তাহার জীবনে কতই তাড়া। আর রজনী বাবু—তিনি এখনও বাল্যের সেই মধুর স্মৃতি লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছেন; হৃদয়ের উদ্বেগ শান্ত করিতে না পারিয়া ভিখারীর মতন তাহার কাছে ছুটিয়া আসিতেছেন - এই আশায় যদি একবার তাহার দিকে সেই দৃষ্টিতে চাই। এই সমস্ত যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল রজনী বাবু প্রেম জানে, তাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে আর তাহার স্বামী নীরস—নিষ্ঠুর। নারীহৃদয়ের বেদনা কিছুই বুঝে না। যদি জানিত তাহা হইলে কখনই বিবাহের পর

বিদেশে গিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিত না। যদি বা কর্ত্তব্যের আহ্বানে গিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস পত্রে ছাপাইয়া উঠিত।

ডলি তাহার নিজের দিক্ দিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। কিন্তু একবারও ভাবিল না, তাহার স্বামী কাহার সুখের জন্য এই সুদূর প্রবাসে পড়িয়া আছে। বুঝবেই বা কি করিয়া? পিপাসায় তখন তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত, ভালবাসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ, দুকুল ছাপাইয়া তখন ছুটিতেছিল। রজনীবাবুর মোহে তখন সে মুগ্ধা, বিচলিতা, আত্মহারা।

সমস্ত দুপুর বেলা ঐ ভাবনায় অতিবাহিত হইল কিন্তু বিকালটা যেন আর কাটে না। সে একবার ঘরের বাহিরে আসিল। তাহার মাতা কিশোরকে ডাকিতে ছিলেন। ডলি তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! এখন তঃ ভাল আছি; আপনার সঙ্গে মন্দিরে যাব কি?"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার মাতা স্বরটা একটু উঁচু করিয়া বলিল, "সে কি বউমা। আজ সমস্ত দিন তুমি কিছু খাওনি। তার উপর আবার তোমার গা'টা গরম রয়েছে; রাত্রিরে আস্‌তে যদি হিম ল'গে। তাই বল্‌ছি ভালমন্দর কথা কিছুই তঃ বলা যায় না। আর হিমাংশু এখানে নাই। এখন এ কটা দিন তুমি একটু সাম্‌লে চ'লো।"

ডলি কোন উত্তর দিল না। সে চুপ করিয়া মাটীরদিকে চাহিয়া তাহার মাতার সমস্ত কথাগুলি শুনিল। তাহার পর ধীরে ধীরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত কথা তাহার হৃদয় ছাইয়া ফেলিল।

ঝি আলো দিতে আসিয়া বলিল, "বউমা! সেই লোকটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"কোন লোকটি বল্ দিকিনি"

"কেন! যে মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন।"

কথার মাত্রায় ডলি বুঝিল রজনী বাবু তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।

সেই দিনের এমনি ভরা সন্ধ্যার ছবিখানি তাহার চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিল। রজনী বাবুর সেই করুণ চোখ দুটি যেন তাহারই পানে চাহিয়া আছে।

ঝি কোন উত্তর না পাইয়া বলিল, "হাঁ বউমা তাকে কি ব'লব।'

"বল্‌গে আজ দেখা হবে না।"

ঝি ঘরের বাহির হইয়াছে, এমন সময় ডলি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "শোন।"

"আবার কি হ'লো গো" বলিয়া ঝি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"তাকে আমার কাছে নিয়ে আয়!"

"কত রকমই যে বল্‌ছ" বলিয়া ঝি ঘরের বাহির হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে রজনীবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া ডলিকে বিছানায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ডলি! আজ এমন সময় ঘরে চুপ করে বসে আছ?. শরীরটা কি ভাল নেই?"

ডলি কি উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, রজনী বাবু সন্ধ্যার সময় কেন তাহার সহিত দেখা করিতে আসে?

"কি ডলি চুপ করে রইলি?"

ডলি অন্তমনস্কভাবে উত্তর দিল, "হাঁ কি বল্‌ছেন?"

রজনী বাবু তাহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া তাহার বাম হস্তখানি নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সময় ঘরে রয়েছিস্ তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম শরীরটা কি ভাল নেই।"

"হাঁ আমার শরীরটা আজ ভাল নেই।"

ডলির কেবলই মনে হইতেছিল আজ যদি তাহার স্বামী তাহার পাশে থাকিত, তাহার স্বামী যদি এই রকম আদর করিয়া "ডলি" বলিয়া ডাকিত, তাহা হইলে—সে আর ভাবিতে

পারিল না। তাহার অলস চক্ষুদুটী আপনা আপনিই বুজিয়া আসিল।

দুই রকম কথায় ঝির একটু সন্দেহ হইয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, বউ মা কেন একবার 'হঁা একবার না বলিল। তবে কি বউমার স্বভাবের কোন দোষ আছে। সে আর ভিতরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করিয়াই বা জানিবে। ঘরের চারিদিক বন্ধ। ঘরের ভিতর প্রবেশ করা ভিন্ন এখন অন্য কোনও উপায় নাই কিন্তু কি বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিবে? অথচ বাহিরে থাকিয়া সে কোন মতেই তাহার মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছে না। নারীজাতীর স্বভাবই এই রকম।

কিছুক্ষণ এই সমস্ত ভাবিয়া যখন সে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিল না তখন সে আস্তে আস্তে জানালার নীচে দাড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। সে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র তাহার কানে গেল—

"শরীরটা আজ ভাল নেই?"

তাহার পর আবার যে নিস্তব্ধ সেই নিস্তব্ধ। কিন্তু ক্ষেমী ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে সেই ঠাণ্ডায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ডলি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার তখন মনে হইতে ছিল, রজনী বাবুর সহিত মিলন হইলে সে এজীবনে সুখী হইতে পারিত।

ডলিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রজনী বাবু আস্তে আস্তে তাহার হাতখানি নিজের বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "ডলি! তোকে ভালবাসি বলে সেদিন—"

তারপর একটু নীরব থাকিয়া আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে ডলিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল সেদিনের অপরাধের জন্য আমায় ক্ষমা ক'রলি ?"

ডলি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে সেই রকমই শান্তভাবে উত্তর করিল, "দেখুন আমার চেয়ে আপনি বয়সে বড়। ক্ষমা.তঃ আপনার হাতে। আমায় ঐ কথা বলিয়া অপরাধী করিবেন না।"

"ক্ষমায় কি বড় ছোট আছে। অপরাধ লইয়া ক্ষমার উক্তি।"

ডলি এই কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিল, "আপনি আজ যান। মা এখনি আসিবেন।"

"কেন! তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা হ'লে কিছু ক্ষতি আছে ?"

"না। তবে আজ আমার কি রকম ভয় ক'রছে ?"

"আচ্ছা তাহা হলে আজ আসি"—বলিয়া রজনীবাবু উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। যাইবার সময় তাহার হাতদুটি দৃঢ়ভাবে নিজের হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রজনী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,— "বল আমায় ক্ষমা কর্‌লি ?"

ডলি এই কথার উত্তর না দিয়া দরজা অবধি আগাইয়া দিয়া পুনঃরায় নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। পায়ের শব্দ হইবামাত্র ক্ষেমী তাহার স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

৮

কথা চাপা থাকে না। বিশেষতঃ মেয়ে মানুষ কথা চাপিয়া রাখিতে জানে না। রজনী বাবুর সহিত ডলির সাক্ষাৎ তাহাও চাপা রহিল না। ক্ষেমী সেইদিন রাত্রি বেলায় সমস্ত কথা তাহার মা ঠাকরুণের কর্ণগোচর করিল। তিনি এই সমস্ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। প্রথমে, তিনি ক্ষেমীর কথা সমস্ত মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন ক্ষেমী বলিল, যে সে নিজের চক্ষে সমস্ত দেখিয়াছে এবং মিথ্যা বলিয়া তাহার কি লাভ আছে, তখন তিনি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মেয়েমানুষের মন তারের পর্দার মতন নামে উঠে, এটা তাহার জানা ছিল, কিন্তু তাহার বউমার মনটা যে রজনী বাবুর সুরের সঙ্গে নামিয়া যাইবে, এটা তিনি মোটেই ধারণায় আনিতে পারেন নাই।

কিন্তু এখন উপায় কি ? যদি কথা সত্য হয়, তাহা হইলে হিমাংশু আসিয়া কি বলিবে ? তাহারই বাটীতে বসিয়া তাহার স্ত্রী অপরের সহিত প্রেমালাপ করিয়া আসিতেছে, আর আমি মা হইয়া সেই সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। তাহার কর্ত্তব্য আজ প্রবাসী পুত্রের দ্বারে ভিখারী হইতে বসিয়াছে।

নারী বুদ্ধিতে তাহার মনে, ডলিকে আজ হইতে নিজের কাছে রাখা ভিন্ন অন্য উপায় স্থির হইল না। কথাটা যাহাতে চাপা থাকে সে বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্ক রহিলেন। ক্ষেমীকেও তিনি অনুরোধ করিলেন, সে যেন এই কথা অন্য কাহারও কাছে প্রকাশ না করে।

ডলির আচরণটা তাহার মনকে এতটা জোরে আঘাত করিয়াছিল, যে তিনি কিছুতেই সংসারের কাজে মন দিতে পারিলেন না। তিনি তাহার মনভাব গোপন রাখিয়া যতটা সম্ভব সংসারের কাজ করিতে সচেষ্ট হইলেন।

এমন সময় কিশোর একখানি টেলিগ্রাম হস্তে ভিতরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকী মা ! বউদি কোথায় ?"

"কেন রে কিশোর ?"

"তুমি তঃ শুনতেই পাবে তবে তার আগে শোনা একটু বেশী দরকার।"

কথার ভাবে তাহার কাকীমা বুঝিলেন যে নিশ্চয়ই সুধাংশুর

কোন খবর আসিয়াছে। তিনি কিশোরের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,

"তুই কি বল্‌ছিস্ কিশোর? মার চেয়েও কি বউয়ের বেশী দরকার! তুই তা হ'লে মা, কাকী অপেক্ষা বউকে বেশী বড় কর্ত্তে চাস্।"

কিশোর এই কথায় একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া তাহার কাকীমাকে বলিল,

"না। সে কথা আমি বল্‌ছি না। তবে বউদি শুন্‌লে একটু সুখী হ'ত। তিনি দিন দিন যে রকম শুকিয়ে যাচ্ছেন।"

তাহার কাকীমার মনে মনে রাগ হইতে ছিল। পুত্রের জন্য তাহার বউমার দরদ কতটা তিনি আজ সমস্ত শুনিয়াছেন। কিন্তু মুখে কোন কথা বলিলেন না, চুপ করিয়া আপন কাজ করিতে লাগিলেন।

কিশোর সেই খানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার কাকীমার আনাজ কুটা দেখিতে লাগিল, এই আশায়, যদি বউদি অন্য কাজে কোথাও গিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখনিই ফিরিয়া আসিবেন।

কিন্তু তাহার কাকীমা তখন অন্যরূপ ভাবিতে ছিলেন। রজনীর সহিত তাহার বিবাহ হয় নাই বলিয়া ডলি দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। ক্ষেমীর কথায় তাহার মনটা পূর্ণ মাত্রায়

বল্লোইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া একথা কাহাকেও বলিবার 'যো' ছিল না। তাহা হইলে লোকে তাহারই নিন্দা করিবে। একটি মাত্র বউ তাহাকেও দেখিবার সময় হইয়া উঠে না।

কিশোর সেই খানে সেই ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন দেখিল তাহার বউদি আর আসে না, তখন সে তাহার কাকীমাকে বলিল, "জান্‌লে কাকীমা! দাদা জাহাজে উঠেছেন। মাঘোৎসবের আগেই এখানে এসে পৌছাইবেন।"

"কই, টেলিগ্রামখানি দেখি"

কিশোর তাহার গায়ের কাপড়ের ভিতর হইতে টেলিগ্রাম খানি বাহির করিয়া তাহার কাকীমার হাতে দিল। তিনি সমস্তটা পড়িয়া "আব্‌ছা আব্‌ছা' বুঝিয়া লইলেন। হাঁ সত্যই তাহার পুত্র অনেক দিন বাদে আবার তাহার কাছে আসিতেছে।

তিনি পুনরায় টেলিগ্রাম খানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "তা হ'লে আস্‌বার দিন তুই ষ্টেস্‌নে যাস্।"

"হাঁ আমি তঃ যাবই আর বউদিকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।"

বউমার নাম শুনিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিশোরও আর সময় নষ্ট করা যুক্তি সঙ্গত নয় বিবেচনায় সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া একেবারে তাহার বউদির ঘরে আসিয়া

উপস্থিত হইল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, তাহার বউদি হাঁ করিয়া চাহিয়া কি যে আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন, কিশোর তাহার অন্ত খুঁজিয়া পাইল না। সে বউদিকে সেই অবস্থায় দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "যাগ্ বউদি এইবার আমায় একদিন ভাল করে রেঁধে খাইয়ে দাও।"

তলি কিশোরের কথা বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিশোরকে তখনও সেই ভাবে হাসিতে দেখিয়া বলিল, "কেন ঠাকুরপো! তোমার কি খাবার কিছু কষ্ট হচ্ছে?"

"হাঁ বউদি! যদি খাবার কথা ব'ল তাহা হ'লে মেড়োর হাতে আর খেতে ইচ্ছে হয় না। দাদা এলে—না না আমার ভুল হয়ে গেছে—" বলিয়া কিশোর কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

"ঠাকুরপো আর কি তুমি চেপে রাখ্তে পারবে" বলিয়া তলি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

"যাক যখন জান্তেই পেরেছ তখন আমার বক্তব্যটা তোমায় বলে ফেলি।" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হতাশ ভাবে বলিল,

"তবে কি না বউদি সেটা তোমার হাতে তুমি মনে করলেই হতে পারে।"

"আচ্ছা! তোমার কথা আমি বুঝে নিয়েছি আর কষ্ট করে

তোমায় বল্‌তে হবে না। একদিন রেঁধে খাওয়াতে হবে। এই তঃ।"

"তা বলে কালই নয়। দাদা আস্থক। দুই ভায়ে গল্প কর্‌তে কর্‌তে খাওয়া যাবে। কি বল?"

লজ্জায় ডলির মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু কথাটা ভাল করিয়া জানিবার জন্ম সে তাহার ঠাকুরপোকে বলিল,

"সে কবে আস্‌বে। তার জন্তে তুমি কেন উপোস করে থাকৃবে?"

"না বউদি ও কথা বোলনা। টেলিগ্রামরূপী দূত আজ আসিয়া আমাদের সংবাদ দিয়াছে, তোমরা প্রস্তুত হও, ঘরের ছেলে আসিতেছে" এই বলিয়া টেলিগ্রাম খানি তাহার বউদির হাতে দিবার জন্ত হাত বাড়াইল।

ডলি একটু কপট বিরক্তিরভাব প্রকাশ করিয়া বলিল,"যাও! তোমার সবেতে ইয়ারকি।" অথচ লোভ সামলাইতে না পারিয়া টেলিগ্রাম খানি হাতে লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল।

টেলিগ্রাম খানি পড়িয়া ডলি হাসিতে হাসিতে কিশোরকে বলিল, "তা হ'লে এটা আমি রেখে দিলাম।"

"আচ্ছা" বলিয়া কিশোর তাহার বউদিকে অন্ত একটা কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ঐ যা বউদি ভুল হয়ে গেছে" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিশোরের কথায় ডলি হাঁ করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ব্যাপারটা কি বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

৯

কিশোর পিয়নকে সই দিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। বাহিরে পিয়নের অস্পষ্ট তাগাদা শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া খাতায় সই করিয়া দিল।

পিয়নবইয়ে সই দিয়া বেয়ারাকে দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া কিশোর আবার তাহার বউদির ঘরে প্রবেশ করিল। দাদার আসার খবরটা তাহার প্রাণে একটু আমোদ ঢালিয়া দিয়াছিল, কিন্তু সেই আমোদটা এখন সে কাহার সহিত বসিয়া উপভোগ করিবে তাহা খুঁজিয়া পাইতে ছিল না। বাটীতে অন্ত কেহই ছিল না। কাজে কাজেই সে পুনঃরায় তাহার বউদির ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"আচ্ছা বউদি! তাহ'লে কি কি রান্না হবে?"

"তার জন্যে এত তাড়া কেন?"

"বউদি! তুমি কি ব'লছ। আর কটা দিনই বা আছে। তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি এখানে এসে পৌছাইবেন।"

ডলি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো! কাল বিকাল বেলায় তুমি একটা কাজ কর্ত্তে পারবে।"

"কেন! কিছু কিনে আন্‌তে হবে নাকি? বেশ আমায় টাকা দিও। কলেজ হইতে আসিবার সময় আমি কিনে আন্‌বো।"

কিশোর সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। সুতরাং পড়াশুনায় বিশেষ মন দিতে ছিল না।

"না—ঠাকুর-পো! তোমায় কিছু কিনে আন্‌তে হবে না।" এই বলিয়া চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"কি! বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলে কেন?"

"না—এই ভাবছি মা আমায় যেতে দিবেন কি না।"

"এই শরীর নিয়ে আবার কোথায় যাবে?"

"কোথাও যাব না। ইচ্ছে কর্‌ছিলাম মা যদি মত দেন, তাহা হ'লে মধ্যিখানের কয়টা দিন দাদার কাছে গিয়ে থাকি।"

"তা আর কি! মাকে জিজ্ঞাসা ক'র না।"

"মাকে ত: জিজ্ঞাসা কর'বই। তবে কলেজ থেকে এসে তুমি যদি আমায় ওখানে রেখে আ'স।"

"সে আর বেশী কথা কি। আমি মনে কল্লুম তুমি বুঝি আবার আমায় বল যে কাকীমাকে তোমার হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করে আসি।"

"না ঠাকুর-পো!—সে কি তোমায় আমি বল্‌তে পারি।"

"তোমাদের ত: বল্‌লেই হ'ল" বলিয়া সে তাহার বউদির মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তাহার বউদিদি অন্য দিকে চাহিয়া কি একটা ভাবিতে ছিলেন। কিশোরের উপর চোখ পড়িতেই দেখিলেন যে সে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। ভলি আর থাকিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা ঠাকুর-পো এতে হাসির কি আছে?"

"কিছু নেই বলেই ত: এত হাস্‌ছি।" হঠাৎ কিশোরের চক্ষু ঘড়ির দিকে পড়িল। ঘড়ির কাঁটাটি দশটার ঘর ছাড়িয়া ঈষৎ ডাইনে হেলিয়া পড়িয়াছে! এতক্ষণ বউদিদির সহিত গল্প করিতে করিতে তাহার মোটেই সময়ের খেয়াল ছিল না। সে ঘড়ির দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বউদিকে বলিয়া উঠিল,—

"যাক্ আজ আর পড়া হ'ল না।" ভলি সেই রকমই হাসিতে হাসিতে বলিল,

"সে আমি অনেকক্ষণ থেকে জানি।"

"কই এতক্ষণ ত: আমায় কিছু ব'ল নি।"

"বলব আবার কি? আমি মনে কল্লুম তুমি বুঝি দাদার আস্‌বার সংবাদ পেয়ে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছ।"

এই বলিয়া ভলি একটু জোরে হাসিয়া উঠিল। কিশোর লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারিল না। সে আহারের জন্য তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১০

পরদিন দুপুর বেলায় যখন তাহার শ্বশ্রুমাতাঠাকুরাণী আহারে বসিলেন, ডলি একখানি সাদা চাদরে সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া তাহার সামনে উপবেশন করিল। প্রথম দর্শনে তাহার শ্বশ্রুমাতা একটু থতমত খাইলেন কিন্তু তিনি ভিতরের ভাব গোপন রাখিয়া ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন, "হাঁ বউমা! তুমি আবার জ্বর গায়ে উঠে এলে কেন?"

ডলি অপ্রতিভ বদনে, মুখ নীচু করিয়া শান্ত ভাবেই বসিয়া রহিল।

তাহার মাতার মনে হইতেছিল, এই শান্ত ছবিখানির হৃদয়-মধ্যে কি কখন এত পঙ্ক থাকিতে পারে। কই আজ এতদিন ধরিয়া সে আমার আসে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমি তঃ একদিনও উহার কোনরূপ বিপরীত আচরণ দেখিলাম না; বোধ হয় ক্ষেমী শুনতে ভুল করেছে। এমন সরল প্রকৃতি বউ আমি তঃ কখনও দেখি নাই। ডলির শুষ্ক মুখখানি তাহার শ্বশ্রুমাতার হৃদয়ে পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া দিল; তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, ডলিকে সাম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"বউ মা! তোমার শরীর খারাপ। তুমি কেন মিছে মিছে উঠে এলে বলদিকিনি। আমার যা দরকার ঠাকুর আমায় দিত।"

ডলি দুই একটি কথার পর শ্বশ্রূমাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যদি মত দেন তাহা হইলে হপ্তা খানেক দাদার কাছে গিয়ে থাকি। তিনি এলে তঃ এখন আর যাওয়া হবে না।"

"তা বেশ তঃ। আজ বিকালে তুমি তোমার মার কাছে যেও। হিমুও বোধ হয় দুই সপ্তাহের মধ্যে এসে পড়্‌বে।"

ডলি ঘাড় নাড়িয়া তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। সেইখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার পক্ষেই ক্ষতি, কারণ তাহাকে দুই সপ্তাহের মতন কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী গুছাইয়া লইতে হইবে। তাহার শ্বশ্রূমাতা যখন তাহাকে কোনকাজই করিতে দিবেন না,তখন সে সেইখানে শুধু শুধু বসিয়া থাকিয়াই বা কি করিবে বরং একটা কোনও কাজে মন দিলে সময়টা শীঘ্র শীঘ্র কাটিয়া যাইবে, অথচ চিন্তার হাত হইতেও নিষ্কৃতি পাইবে।

ডলি সবেমাত্র দুই একখানি কাপড় বাহির করিয়াছে এমন সময় সে কিশোরের গলা পাইল। কিশোরকে বাটির মধ্যে দেখিয়া ডলির ভয় হইল, সর্ব্বনাশ, পাছে যদি কিশোর আসিয়া তাহার সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার কোন কাজই হইয়া উঠিবে না।

কিন্তু ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। কিশোর বাটি আসিয়া তাহার পড়িবার ঘর হইতে একখানি বই লইয়া তাড়া-

তাড়ি বাটির বাহির হইয়া গেল! ডলির একবার ইচ্ছা হইল সে ঠাকুর-পোকে জিজ্ঞাসা করে যে সকাল সকাল বাড়ী আসিবে কি না? কিন্তু তাহার মনের কথা মনেই রহিয়া গেল, মুখ দিয়া বাহির হইল না।

কাপড় জামা গুছাইয়া, ডলি নিজের বেশভূষা শেষ করিয়া লইল। কিন্তু কিশোর কোথায়? ডলি কিশোরের আশায় বাইরের ঘরে আসিয়া বসিল। কিশোর আর আসে না। ডলির ভয় হইল, যদি ঠাকুর-পো রাত করিয়া আসে, তাহা হইলে তাহার শ্বশ্রূমাতা কখনই তাহাকে পাঠাইবেন না। ডলি যতই এই সমস্ত ভাবিতে লাগিল, ততই কিশোরের উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল। যদি সে আমায় বলিয়া যাইত তাহা হইলে কখনই সে এত সকাল সকাল সাজিয়া বসিয়া থাকিত না।

তখনই আবার তাহার মনে হইল, সেও একটা ভুল করিয়াছে। কিশোর যখন বাটি হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন তাহার আগে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া উচিৎ ছিল সে সন্ধ্যার আগে বাটী ফিরিবে কি না? হয়তঃ আমার কথা তাহার মনে নাও থাকিতে পারে। যা ছেলের রকম, হয়তঃ রাত্রি ৮টার সময় আসিয়া বলিবে,—"চল! বউদি! গাড়ী এনেছি!"

ডলি এই সমস্ত ভাবিতেছে এমন সময় কিশোর গাড়ী সঙ্গে করিয়া বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুঁকিয়া বউদিদিকে

-সেই অবস্থায় সম্মুখে দেখিয়া মৃদু হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল,—
"চল। আমি গাড়ী এনেছি!"

"তুমি খেয়ে নেবে না?"

"না! তোমায় আগে রেখে আসি!"

"দাঁড়াও! আমি মাকে বলে আসি" বলিয়া ডলি উপরে উঠিয়া গেল। কিশোর সেইখানে বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই তাহার বউদিদি তাহার উপর রাগ করিয়াছে। ঐ কথাটি তাহার বউদিদির মুখের উপর স্পষ্ট বিজ্ঞাপন স্বরূপ লিখা রহিয়াছে।

ডলি মা'র নিকট বিদায় লইয়া আপন ঘরে আসিয়া হিমাংশুর ছবির সাম্নে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিল, তাহার পর আপন মনে অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করিল,—"দেবতা প্রাণে বল দিও। যেন রজনী বাবুকে ভুলে যেতে পারি।"

বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল কিশোর তাহারই আশায় হাঁ করিয়া বসিয়া আছে। কিশোর বউদিদিকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "চ'ল তোমাদের আর গোছগাছের শেষ নেই।"

"যা' বলেছ ঠাকুর-পো! চল আর বাকি কিছু নাই" বলিয়া ডলি কিশোরের সহিত গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী তাহার পিতৃভবনের দিকে যাত্রা করিল।

১১

তিন সপ্তাহ শেষ হইতে চলিল, ডলি আজ অবধি তাহার শ্বশুর বাড়ীর কোন খবরই পায় নাই। বাপের বাড়ী আসিয়া তাহার মনে একটু সাহস হইয়াছে কারণ রজনীবাবুর ভয়ে এখানে তাহাকে জড়সড় হইয়া থাকিতে হয় না। সেখানে পাছে তাহাদের কথা কেহ জানিতে পারে, এই ভয়ে তাহার হৃদয় দিন দিন শুকাইয়া যাইতে ছিল।

প্রত্যহ সকালে রজনীবাবু তাহাদের বাটীতে আসিত। চা পান করিবার সময় প্রত্যহই তাহাদের দেখা শুনা হইত কিন্তু যদিও সেই অবসরে তাহারা কথাবার্ত্তা কহিত তথাপি মোহিতের সাম্‌নে রজনী সেরূপ কিছু বলিতে সাহস পাইত না। আবার মোহিত বাবুর সম্মুখে যদিও দুই একটা কথা হইত কিন্তু বিভূতি বাবুর সম্মুখে তাহাদের মধ্যে কোন কথাই হইত না।

ডলি দৈনিক নিয়মানুযায়ী অদ্য সকাল বেলায় বাহিরের ঘরে চা পান করিতে আসিল। দুইবার এদিক ওদিক চাহিল কিন্তু রজনী বাবুকে দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল, হয়তঃ রজনী বাবু একটু বেলায় আসিবেন। তাহার অপেক্ষায় বাহিরের ঘরে আটটা বাজিয়া গেল কিন্তু তথাপি রজনী বাবুর দেখা নাই। চায়ের আসর ভাঙ্গিয়া গেল তথাপি রজনী বাবু আসিলেন না।

যাইবার সময় বিভূতি বাবু চায়ের পেয়ালাটি ডোরার কাছে সরাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মোহিত বাবুকে বলিল—'না মোহিত, তোমাদের আর রোজ রোজ জ্বালাতন করতে আসবো না। তার উপর আবার ভদ্রতার খাতিরে এক 'কাপ' করে খেলে হয়—তা নয় আমার আবার তিন, তিন কাপ।

মোহিত বাবু বিভূতির কথায় হাসিতে লাগিলেন কিন্তু ডোরা ছাড়িবার পাত্র নহে। সে চায়ের কাপগুলি যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে বলিল,"ওকথাটা একেবারে খাঁটি সত্য ; কেননা আমিই উহা প্রত্যহ আপনাকে তৈয়ারী করিয়া দি'—"

কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভূতি বাবু অনুচ্চস্বরে ডোরাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আমিও তঃ, সেই কথাই বলছি তুই আবার মধ্যিখান থেকে কি কথাটা বললি বল দিকিনি ?"

ডোরা দেখিল বিভূতি বাবু তাহাকে একেবারে 'খেলো' করিয়া দিতে চায় কিন্তু এই কথার সে যে কি উত্তর দিবে সেটাও সে খুঁজিয়া পাইতে ছিল না। লজ্জায় তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু হায় ? বিভূতি বাবুর চোখ এড়াইতে পারিল না। তথাপি সেটা চাপা দিবার জন্য ডোরা বিভূতিবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া ফেলিল।

বিভূতি বাবু ডোরার সমস্ত ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

তিনি তাহার দিকে চাহিয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন,—"তুই রোজই আমার কাছে হেরে যাবি অথচ হার স্বীকার করবি নি ?"

ঘড়ীর দিকে হঠাৎ চক্ষু পড়িবারমাত্র বিভূতি বাবু মোহিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মোহিত ! আর দেরী করবো না। শেষে বুড়ো বয়সে চাকরীটা গেলে খাব কি ?"

ডোরাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"আপনি আফিসে যান্ কেন ? আপনার পয়সা খাবে কে ?"

"কেন ? এই আমার বউ মারা গেলে তোরা আমার সম্পত্তি ভোগ করবি।"

কিন্তু ডোরা সে কথা কানে না দিয়া নিজের মনেই বলিতে লাগিল,—"তার চেয়েও আমার মতে জীবনের বাকী দিনগুলি দেশের কাজে অতিবাহিত করুন। দেশবাসীর কাছে ধন্যবাদ লাভ করুন।"

"তুই থাম দিকিনি। জানলে মোহিত বাঙ্গালীর যা কিছু সবই ঐ লম্বা লম্বা কথার উপর।"

তাহার পর দরজার কোণ হইতে লাঠিগাছটি লইয়া মোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ! আজ কাল রজনীটার কি হয়েছে ব'লতে পার। এখানে প্রায়ই আসে না অথচ জিজ্ঞাসা করলে কি নিয়ে যে ব্যস্ত সেটাও বলতে পারে না।"

কথাগুলি কানে পৌঁছাইবার মাত্র ডলির প্রাণ আপনা আপনি

কাঁপিয়া উঠিল। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, একটা লোক তাহার জন্ত পাগল আর একজন নিশ্চিন্ত হইয়া কেবলই তাহাকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ভগবানের বিচারটা তাহার কাছে ভাল বলিয়া মনে হইল না। যদি তিনি সর্ব্বমঙ্গলময় হইবেন, তাহা হইলে কেন তিনি তাহাদের এ জীবনে মিলন করাইয়া দিলেন না। তাহারা তঃ জীবনের প্রথমেই ভুল করিয়া ছিল কিন্তু বিশ্বপিতাও যে এত বড় একটা ভুল করিবেন এটা সে ধারণাতে আনিতে পারিতে ছিল না। হৃদয়ের উদ্বেগে তাহার তন্ত্রীসকল নূতন সুরে বাজিয়া উঠিল। সে চিত্তক্লিষ্ট হৃদয়খানি লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল কিন্তু কেন গেল সেটা কেহই বুঝিতে পারিল না।

উপরের ঘরে আসিয়া ডলি একখানি শোফায় শুইয়া ভাবিল, তাই তঃ সে এতক্ষণ কি ভাবিতেছে। কাহার কথা লইয়া সে আলোচনা করিতেছে। স্বামীর চেয়েও কি কখন বন্ধু বড় হয় যে সে তাহার স্বামীর সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বন্ধুর একটা তুচ্ছ অনুরোধে সে তাহার কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচলিত হইবে এবং তাহার জীবন তরীখানি তাহার উদ্দেশ্যে ভাসাইয়া দিবে। না, তাহা কখনও হ'তে পারে না। তাহার বিচলিত চিত্তখানি সঙ্গে সঙ্গে বিধাতৃ চরণে আপনা আপনি নত হইয়া পড়িল। ভিতর হইতে গুরুগম্ভীর স্বরে প্রতিধ্বনিত হইল—ঠাকুর!

প্রাণে বল দাও। হৃদয়ে শান্তি দাও। আমার সকল দুঃখ মুছায়ে দাও।'

হিমাংশুর শান্ত ছবিখানি তাহার মনে পড়িয়া গেল। সেই সুন্দর আকৃতি, প্রসস্ত ললাট, সদা হাস্যময়, মুখখানি ভাবে বিভোর হইয়া সে সেই মুখখানি আরো ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তাহার মাথাটি ঈষৎ উত্তোলন করিল, কিন্তু হায়! ডোরার আগমনে তাহার সেই সুখস্বপ্নখানি ভাঙ্গিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল, সে তাহা আর খুঁজিয়া পাইল না।

ডোরা তাহার দিদিকে সেই অবস্থায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া মুখখানি অল্প বাঁকাইয়া ভঙ্গীভরে বলিয়া উঠিল,—"আমি ঠিক্ ধরেছি—দিদি ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছে।"

তারপর দিদির পাশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দিদি তুমি দিন রাত কি ভাব বল তঃ ?"

ডলি শান্তদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"এমন ভাবনাও দেখি নি। জামাই বাবু তঃ শীঘ্র আস্‌বেন সে খবর ত পেয়েছ।"

কিন্তু কথাটা চাপা দিবার জন্য ডলি উত্তর দিল, "হাঁ ভাই! তা তঃ পেয়েছি কিন্তু কি অবস্থায় আস্‌বেন তার ত খবর পাই নি! সেখানে গেলে আজকালের ছেলেরা কি রকম হয় তা কি তুই জানিস্ ?"

"আচ্ছা। সে সব কথা রাখ দিকিনি। এখন খাবে চল" এই বলিয়া সে তাহার দিদির হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

১২

কিশোর আজ সকালে তাহার দাদার আর একখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছে, তাহার দাদা বোম্বাই হইতে তাহাকে কল্য ষ্টেশনে থাকিতে লিখিয়াছে।

টেলিগ্রাম খানি পাইয়া সে দুই তিনবার পড়িল। কিন্তু আজ ঐ খবরটা কাহাকে শুনাইবে তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার বউদিদি পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছে। কাকীমার সঙ্গে তাহার ততটা মনের মিল নাই। কাজে কাজেই কলেজ হইতে আসিয়া আজ তাহাকে একবার বউদিদির ওখানে যাইতে হইবে সেটা সে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। কিন্তু উপস্থিত তাহাকে ঐ খবরটা বাড়ীর ভিতর দিতেই হইবে, কেন না তাহা হইলে তাহার কাকীমাই বা কি মনে করিবেন।

বাড়ীর ভিতর আসিয়া সে তাহার কাকীমাকে টেলিগ্রাম খানি দিয়া বলিল,—"দাদা কাল কলিকাতায় আস্‌বেন! সন্ধ্যার সময় আমায় ষ্টেশনে থাক্‌তে লিখেছেন।"

"তুই কি বউ মাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবি?"

"ইচ্ছা তঃ আছে! তবে আপনি যা বলিবেন তাই হবে।"

"হাঁ তাকে নিয়ে যাস্। হিমাংশু তাকে দেখিলে একটু আহ্লাদিত হবে। তবে আমি যাব না। আমি গেলে সকাল সকাল খাবার হয়ে উঠ্‌বে না। যা আমাদের ঠাকুরের ছিরি—" এই বলিয়া মুখটা বিকৃত করিলেন।

"আচ্ছা তাই হবে" বলিয়া কিশোর সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

কলেজে বসিয়া সমস্ত দিনটা কিশোরের ভাল লাগিতে ছিল না। কেবলই তাহার দাদার কথা তাহার মনে হইতে ছিল। তাহার দাদা এখানে পাস করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা আত্মোন্নতির আশায় সুদূর বিলাতে পড়িয়া ছিল কাল রাত্রে সেই দাদাকে সে তাহার পাশে পাইবে। সেই অল্প বয়সে যখন তাহার পিতা দেহ রাখেন, মাতৃহীন ভাইকে তিনিই কোলে করিয়া মানুষ করেন। কাকীমার কাছে সে কখনও আদর পায় নাই। কিন্তু তাহার দাদা নিজের সহোদরের মতন করুণ স্নেহের দ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। তাহার দাদার অনুপস্থিতকালে এই বউদিদি দাদার স্থান অধিকার করিয়া সেই যত্ন ও সেই আদর তাহাকে দিয়াছে। তাহার আব্‌দার সমানে সহ্য করিয়াছে,—তাহার অন্যায়গুলি বিশ্বজগতের কাছে গোপন

রাখিয়াছে। ভগবানের করুণা চিরকাল সকলের কাছে সমান ভাবে থাকে সেটা পিতামাতার অবর্ত্তমানে অন্যের দ্বারা পাওয়া যায় সেই সূত্রটা স্পষ্ট তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে।

এই সমস্ত ভাবনায় সে এত বিভোর হইয়া পড়িয়া ছিল,—যে সে নিজের অবস্থার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল। ক্লাশের টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া সে দাদাকে কি অবস্থায় পাইবে সেই সমস্ত ভাবিতে লাগিল।

শিক্ষক মনে করিলেন, দূরে একটি বালক নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি নিজের বইখানি উণ্টাইয়া রাখিয়া চীৎকার করিয়া ইংরাজি ভাষায় বলিয়া উঠিলেন,—"সেখানে একটি বালক ঘুমাইতেছে তাহাকে তুলিয়া দাও!"

কিশোরের সে বিষয়ে লক্ষ্য ছিল না। তখন সে নিজেতেই নিজে ছিল না। যখন পাশের ছেলে তাহাকে তুলিয়া দিল তখন সে দেখিল, সমস্ত ছেলে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে;— সে অপ্রস্তুত হইয়া পুনরায়—নিজের পুস্তকে মনোনিবেশ করিল।

কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় সমস্ত রাস্তা কিশোর ঐ সমস্ত ভাবিয়াছে। বাহিরের ঘরে বইগুলি রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি স্নানে চলিয়া গেল। আজ এখনই তাহাকে

বউদিদির ওখানে গিয়া খবর দিয়া আসিতে হইবে। তাহা না হইলে হয় ত কাল ষ্টেশনে যাইতে দেরী হইতে পারে।

ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। কিশোর দেখিল মিছামিছি দেরী করিয়া লাভ কি বরং ঐ সময়টা তাহার বউদিদির সহিত গল্প করিলে তাহার সময় আরো ভাল করিয়া কাটিয়া যাইবে।

কিশোর পান আনিবার জন্য দরদালানে পা দিয়াছে, এমন সময় তাহার কাকীমার গলা তাহার কাণে গেল, "তাই—তঃ ক্ষেমী! হিমু যদি জান্‌তে পারে তা হলে আমারই নামে তঃ —দোষটা পড়্‌বে। বাটিতে 'মা—থাকৃতে—"

কিশোর প্রথমে মনে করিল তাহার কাকীমা তাহার বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছে কারণ সে ব্যতীত তখন আর কেহই সে বাড়ীতে ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা কি? আর কি জন্যই বা তাহার কাকীমাতা তাহার কথা দাদাকে জানাইতে ভয় পাইতেছে? কিশোরের ঔৎসুক্য আরো বাড়িয়া গেল। সে অধিক অগ্রসর না হইয়া চুপ করিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া উভয়ের কথা শুনিতে লাগিল।

ক্ষেমী বলিল, "তা বড় মা! আমি কি করে জান্‌বো ব'ল। বউমাকে দেখলে তঃ কিছুই বুঝা যায় না। ও রকম ব্যবহারও আমি কোন বউঝির দেখিনি। আজ অবধি আমার মুখের উপর একটী কথা বল্‌লে না।"

"হাঁ ক্ষেমী! সে তঃ সবই দে'খছি। এই সে দিন ধরনা জর গায়ে আমায় খাওয়াতে উঠে এসেছে—; এমন ভক্তি কখন দেখেছ?"

"সে ত বড় মা তোমাদের কথা হলো। তোমাদের জন্ম না করলে অনেক কথা হ'তে পারে কিন্তু আমি তার কে? ঝি দাসী বই তঃ নয়?"

"তাই তঃ ক্ষেমী! এমন বউয়ের এমন স্বভাব হয়?"

তারপর একটু চুপ করিয়া হতাশ ভাবে বলিয়া উঠিলেন— "আজ কাল মেয়েদের বুঝে উঠা ভার! কিন্তু ক্ষেমী আমার বড় ভয় হচ্ছে যদি হিমু জানতে পারে?"

কথাটা শেষ হইতে না দিয়া ক্ষেমী 'নাকিস্বরে' বলিল, "তাই তঃ বড় মা! আমারও বড় ভয় হ'চ্ছে। দাদা বাবুর মতন লোকের কেন এমন ভর হ'ল গো—"

কিশোরের হৃদয়তন্ত্রী বেসুরে বাজিয়া উঠিল। প্রলয়ের মেঘের মতন একখানি কাল মেঘ তাহার সমস্ত হৃদয় ছাইয়া ফেলিল; গুরু গম্ভীর মূর্চ্ছণায় তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যাপী একটা বিরাট প্রতিধ্বনী উত্থিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের গভীর যাতনা সে প্রতিমূহুর্ত্তে অনুভব করিতে লাগিল। সে বউদিদিকে কত ভালবাসিয়াছে। এতদিন তাহার দাদার শূন্য সিংহাসন তিনিই অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। দাদার মতন

সমান আদর সে কেবল তাহার বউদিদির নিকট হইতে পাইয়া আসিয়াছে।

যে যাহাকে ভালবাসে একটা সামান্য কথা তাহার হৃদয়ে এত বেদনা জানাইয়া দেয়—যে তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার আর থাকে না। তাহার বউদিদির এতটা অধঃপতন হইয়াছে? কই সে তঃ দিন রাত তাহার সহিত মিশিয়াছে, কই একদিনের জন্যও সে তাহার বউদিদির ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় পায় নাই।

কিশোর দেখিল সেখানে সেই অবস্থায় দাড়াইয়া থাকা আর যুক্তিসঙ্গত নহে। যদি তাহার কাকীমাতা তাহাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহার দোষ ঢাকিবার জন্য দাদার কাছে ঐ সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিবেন। তাহা হইলে হয় তঃ এ জীবনে তাহাকে তাহার বউদিকে হারাইতে হইবে। এই ভাবিয়া সে একটু অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"কই গো পান দেবে কে?"

"কে কিশোর? এই দিকে আয়" বলিয়া তাহার কাকীমাতা সাড়া দিলেন।

কিশোর ভাঁড়ার ঘরের সাম্‌নে গিয়া বলিল; "কই! দাও গো! একটু তাড়া আছে?"

জীবনে ভুল

কিশোরের কথায় তাহার কাকীমার সন্দেহ জমাট বাঁধিতে পারিল না। তাহার মনে হইল কিশোর তাহাদের কথা শুনিতে পায় নাই। সে যদি শুনিতে পাইত তাহা হইলে সে যে রকম ছেলে হয়তঃ তখনি জিজ্ঞাসা করিত, "হাঁ কাকীমা কার কথা ব'লছিলে?"

তাহার কাকীমা তাহার হাতে দুইটী পান দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা রে! এখন আবার কোথায় বেরুবি?"

কিশোর নিজেকে ধরা দিবে না বলিয়া অন্য কথা পাড়িল। "আর কাকীমা! লেখাপড়া করেই বা কি হবে! গান্ধির মতটা যদি একজনও না মানি তা হ'লে দেশের ছেলে বলে লোকে মানবে কেন?"

"তা হ'লে তুই এখন মিটিং শুনতে যাবি? দাঁড়া হিমু আসুক! তোর বাড়ী থেকে বেরুনো আমি বার করছি।"

"সে কালকের কথা কাল হবে আজ তঃ শুনে আসি।"

"না কিশোর! তুমি যেও না। আমার কথা শোন! আজ কাল শুনছি নাকি সব পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে?"

"ধরে! সোজা চলে যাব।"

"তুই ওসব কথা রাখ দিকিনি। তুমি মিটিং শুনতে যাবেনা।"

"তা হ'লে বউদিকে ব'লে আসবো না ঠিক হয়ে থাকবে। আমার সঙ্গে কাল ষ্টেশনে যাবে।"

কিশোর কথাটা হঠাৎ ঘুরাইয়া লইবার মাত্র তাহার কাকীমা একটু অপ্রস্তুতে পড়িলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহার বউমার কথাও তাহার মনে পড়িয়া গেল।

"হাঁ তবে একবার যা। বেশী রাত করিস্ নি!"

কথাগুলি তাহার কাকীমা একটু জোর করিয়া বাহির করিলেন কিন্তু কেন, সেটা কিশোর আজ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সে তাড়াতাড়ি পান দুইটি মুখে দিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

পথ চলিবার সময় কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, বোধ হয় বউদির সঙ্গে ক্ষেমীর কোন রকম ঝগড়া হইয়া থাকিবে কিন্তু এতবড় একটা ভয়ানক কথা সে কি বলিতে সাহস করিবে?

তাহার মন উভয় দিকে ধাবিত হইল। যদি ক্ষেমীর কথা সত্য হয়। ক্ষেমী কি কিছু দেখিয়াছে। সে তঃ প্রায়ই তাহার বউদিদির সহিত গল্প করে। তবে কি ক্ষেমী তাহারই উপর সন্দেহ করিয়াছে।

এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে যখন কিশোর মোহিত বাবুর বাটীর সম্মুখে আসিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। প্রকৃতি সুন্দর সহরে প্রায়ই তাহার বেশ বদলাইতে পারে না। সেই ভোরের সময় যেমন কাক ভিন্ন অন্য কোন পক্ষীর স্বর শুনা যায় তেমনই বিকালেও কাকের কা, কা রব ভিন্ন অন্য কাহারও স্বর কানে

আসিতে ছিল না। তবে মাঝে মাঝে দুই একজন সহরে বাসিয়া কোকিলের কুহুতান বৃক্ষশাখা হইতে শুনিতে পান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রাস্তা ঘাটে দেখিতে পান, কিন্তু সে দিন মোহিত বাবুর বাড়ী আসিবার পথে কিশোর ঐ সমস্ত কিছু দেখে নাই বা শুনিতে পায় নাই। বোধ হয় তাহার মনটা তাহার বউদিদির বিষয় লইয়া এত বেশী অলোচনা করিতে ছিল যে ঐ সমস্ত লক্ষ্য করিবার অবসর পায় নাই।

দরজার সাম্‌নে ডোরাকে দেখিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদি কোথায়?"

ডোরা দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গাছগুলির অবস্থা পরীক্ষা করিতেছিল। সে দূরে কিশোরকে দেখিয়াছিল এবং সে যে তাহাদের বাটীতে আসিবে সেটাও বেশ বুঝিয়াছিল কিন্তু লজ্জায় তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারে নাই। কিশোরের কথায় সে ঈষৎ ঘাড় বক্র করিয়া বলিল,

"আজ্ঞে হাঁ। দিদি উপরে আছেন।"

"চল! একবার দিদির সঙ্গে দেখা কর্‌বো!"

"চলুন!" বলিয়া ডোরা কিশোরকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সিঁড়িতে ডোরা কিশোরকে জিজ্ঞাসা করিল, "হিমাংশু বাবুর আস্‌বার কোন খবর আছে নাকি?"

কিশোর মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি কি করে বুঝলেন—?"

"কেন—আপনার হর্ষ-বিকশিত মুখেই তঃ ঐ বিজ্ঞাপন লেখা রয়েছে।"

এই বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দরজার সাম্‌নে আসিয়া ডোরা বলিল, "আপনি ভিতরে বস্থন। আমি মাকে ডেকে আনি।"

এই বলিয়া সে কিশোরের দিকে মৃদু হাসিয়া প্রস্থান করিল।

দরজার পর্দ্দাখানি খাটান ছিল বলিয়া কিশোর প্রথমে ভিতরে যাইতে ইতস্ততঃ করিল। কিন্তু ঘরে আলো জ্বালা নাই দেখিয়া তাহার মনে হইল, এমন সময় বউদিদি ভিন্ন অন্য কে আর থাকিবে। এই ভাবিয়া সে যেমন পর্দ্দাখানি সরাইয়া ঘরের ভিতর পা দিয়াছে—এঁ্যা—একি—দৃশ্য তাহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

তাহার বউদিদি হস্তদ্বয়ের মধ্যে মাথা রাখিয়া টেবিল হারমোনিয়ামের উপর পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে, আর রজনী বাবু তাহার অঞ্চলের এক প্রান্ত ধরিয়া হতাশ ভাবে, করুণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

১৩

বিকাল বেলায় ডলি যখন শোফায় শুইয়াছিল, তখন চিন্তা তাহাকে একলা পাইয়া সহজে ছাড়িতে ছিল না। এক এক বার হিমাংশুর প্রবাসের কথাগুলি তাহার মনে হইতে ছিল; প্রবাস হইতে আসিয়া তাহার স্বামী কি আবার সেই রকম নিরস ভাবে তাহার সহিত জীবন যাপন করিবে? না আর্ত্তের পিপাসা দূর করিয়া তাহাকে সবল করিবে? রজনী বাবুর কথাও তাহার মনে পড়িতে ছিল। সে কতবার বিবাহের পর তাহার ভালবাসার অর্ঘ্যখানি নিরস ভাবে তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু কেন দিয়াছে তাহাও সে বিচার করিয়াছে। এখন ভালবাসা লইবার বা দিবার অধিকার তাহার ছিল না। সে এখন অন্যের। তাহার সমস্ত আমিত্বটুকু লইয়া তাহার স্বামী প্রবাসে বসিয়া আছে কিন্তু সে তাহার হৃদয়খানি এখানে বসিয়া হিমাংশুময় করিয়া তুলিতে পারিতেছে না।

এই সমস্ত সে যতই ভাবিতে লাগিল ততই তাহার ভাবনা একটির পর একটি করিয়া উদ্বেল সমুদ্রের মতন ঢেউ তুলিয়া ক্রমশঃ তাহার হৃদয় মাঝারে তোলপাড় আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু কি করিয়া সে হৃদয় শান্ত করিবে? তাহার দেবতা তাহার

পাশে নাই ; একবার তাহার মনে হইল যদি ঠাকুরপো থাকিত তাহা হইলে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া কোথাও বেড়াইতে যাইত। নৈশবায়ু স্পর্শে তাহার মনটা অনেকটা হাল্কা হইতে পারিত।

সে অনেক যত্ন করিয়া রজনীবাবুর কথাগুলির চাপা দিয়া তাহার স্বামীর কথা ভাবিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই পারিল না। রজনী বাবুর কথাগুলি কখন যে কোথা হইতে আসিয়া তাহার মনে উঁকি মারিতে থাকে, তাহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

শেষে ভাবনার হাত হইতে এড়াইবার জন্য সে একখানি বাঙ্গালা নভেল লইয়া পড়িতে বসিল। কিন্তু একপাতা পড়িবার পর তাহাও আর ভাল লাগিল না। নভেলের পুক্তিঁশ্রেণীর ভিতর দিয়া তাহার পুরান সমস্ত কথা আপনাআপনি দেখা দিতে লাগিল। সে বইখানি বন্ধ করিয়া যথাস্থনে রাখিয়া হারমোনিয়া-মের সহিত স্বর মিলাইয়া একখানি গান আরম্ভ করিয়া দিল।

ডোরা সেই সময় ঘরের পাশ দিয়া যাইতে ছিল। সে তাহার দিদির গলা পাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দিদির দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি তুমি গাও। অনেক দিন তোমার গান শুনি নাই বলিয়া আজ বেশ মিষ্টি লাগ্‌ছে।" ডলি একবার ঘাড় তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল কিন্তু কোন কথা বলিল না। ডোরা আপন কাজে চলিয়া গেল।

নীচে রজনী বাবু আসিয়া ভিখুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে! ওপরে কে গাইছে?"

"আজ্ঞে সে টুকু বড়দিদিমণি বলে অং—নে লাগ্‌ছে!"

"একবার ওপরে চল! তোর দিদিমনির সঙ্গে একটু দরকার আছে।"

ভিখু রজনী বাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তাহার দিদিমনিকে গান গাইতে দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহস পাইল না।

কেবল রজনী বাবুকে বলিল, "আপনি বসুন।" এই বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় সে পর্দ্দাখানি টানিয়া দিতে ভুলিল না।

রজনী বাবুও কোন কথা না বলিয়া হারমোনিয়ামের কাছে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। ডলি একবার ঈষৎ ঘাড় হেলাইয়া তাহাকে দেখিল। কিন্তু কোন কথা না বলিয়া আপন মনে গান গাহিতে লাগিল, কারণ সে বুঝিয়াছিল অবসর পাইলেই রজনী বাবু সেই সমস্ত কথা লইয়া তাহার সহিত আলোচনা করিবে। কিন্তু বারণ করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। সে নিজের দোষে নিজেই অপরাধী।

গান থামিয়া গেল। ডলি বাহিরের দিকে চাহিয়া শুষ্কমুখে রজনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এমন সময়?" কারণ তাহার বাটীতে অপরের সম্মান রাখা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল।

রজনী বাবু তাহার দিকে চাহিয়া স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "কেন আস্‌তে নেই ?"

লজ্জায় ডলির মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর দিল, "না সে কথা বল্‌'ছি না, তবে সকাল বেলায় আর আসেন না।"

"আচ্ছা ডলি আমি যদি না আসি তা হলে আমার জন্য কি তোমার মন কেমন করে ?"

ডলি চুপ করিয়া মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল।

"বল্‌বে না ?" বলিয়া রজনী বাবু একটু আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ডলি দেখিল আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে। যদি তাহার বোন তাহার ঘরে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সেই বা কি মনে করিবে।—ডলি শান্ত ভাবে রজনী বাবুকে বলিল,—

"দেখুন ! আপনি আমায় ওসব কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।" কিন্তু কথাটা বলিয়াও সে স্থির থাকিতে পারিল না। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল কথাটা রজনী বাবুর পক্ষে একটু রূঢ় হইয়াছে। সে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রজনী বাবু তাহার অঞ্চলে মৃদু টান দিয়া বলিল, "ছি ডলি !" কিন্তু ডলি তাহার কথার উত্তর না দিয়া তাহার মাথাটি

হস্তদ্বয়ের মধ্যে গাঢ় ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিয়া সেই ভাবেই কাঁদিতে লাগিল। ঠিক্ এই সময় কিশোর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে যাইয়া সেই দৃশ্যখানি নয়ন গোচর করিল।

প্রথম দর্শনে কিশোরের মনে হইল সে ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়,কিন্তু সে তাহা পারিল না। তাহার বউদিদির এত বড় একটা অবিচার সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। যাহা সে বাটীতে শুনিয়া আসিয়াছে তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সে আজ স্বচক্ষে সাক্ষ্য দিল। আর রজনী বাবুও যে কেন মাঝে মাঝে তাহার বউদিদির সঙ্গে দেখা করিতে আসিত তাহার পরিচয়ও সে এই-খানে দাঁড়াইয়া বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিল।

সে সেইভাবে সেইখানে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দুইজনকে নীরব দেখিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "বউদি!"

সমস্ত ঘরখানি সেই নিশীথ সময়ে তাহার কর্কশ স্বরটিকে প্রতিধ্বনি করিয়া তাহাকে শুনাইল, "কিশোর! তুমি কেন?"

তাহার বউদিদি কিশোরের স্বর শুনিতে পাইয়া ঘাড় তুলিতে আর সাহস করিল না। সেইভাবে মাথা নত করিয়া একটু জোরে কাঁদিয়া উঠিল। রজনী বাবু পিছন ফিরিয়া দেখিলেন কিশোরের বড় বড় চোখ দুটি বিশ্বগ্রাসের আশায় তাহার দিকে চাহিয়া আছে। আঁচলখানি যে তিনি তখনও ধরিয়া আছেন সে কথা মোটেই তাহার স্মরণ পথে আসিল না।

রজনী বাবু চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইতে গিয়া আঁচলে টান পড়িল। তিনি বিশেষ ভাবে লজ্জিত হইয়া, কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া কিশোরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর কিশোর রজনী বাবুকে উদ্দেশ করিয়া, বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুত্বের এটা একটা উপযুক্ত প্রতিদান। মোহিত বাবুর সঙ্গে আলাপটা একেবারে কড়ায় গণ্ডায় শোধ কর্‌লেন!"

রজনী বাবু কথার মাত্রায় বুঝিয়া লইল, কিশোর তাহার সমস্ত গুপ্ত রহস্য বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি সে চুপ করিয়া থাকে তাহা হইলে কিশোর তাহাকেই সম্পূর্ণ অপ-রাধী মনে করিবে এই ভাবিয়া সে বলিল,—

"এর মানে তঃ আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম্ না!"

কিশোর কথাটা একটু ব্যঙ্গভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "সেটা এখন বুঝতে পার্‌বেন কেন? মোহিত বাবু আপনাদের মতন অনেককে আমোদ আপ্যায়িত করিয়াছেন, তাই তাহার বোনকে পথে বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন!"

"সে কি রকম কথা! সে কি রকম কথা!"

এই কথাগুলি আম্‌তা আম্‌তা ভাষায় রজনী বাবু উচ্চারণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিলে, কিশোর

চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দাঁড়ান! আপনার সঙ্গে আরও দুটো কথা আছে।"

কিশোর যেরূপ ভাবে চীৎকার করিয়া কথাগুলি রজনীবাবুকে বলিয়া উঠিল, তাহাতে তিনি আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস করিলেন না। কিশোরের পাস দিয়া পর্দ্দা সরাইয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিশোর তাহার বউদিদির কাছে আসিয়া কর্কশ ভাষায় বলিল, "খুব একটা কীর্ত্তি কর্‌লে! লোকের সাম্‌নে তোমার কেন—আমাদেরও মুখ দেখান ভার হ'ল।"

ডলির ইচ্ছা হইল সে তাহার ঠাকুরপোকে বলে যে সে এখনও তাহার দাদার অধিকারের অমর্য্যাদা করে নাই। কিন্তু সে তখন নিজের ভাবে এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, যে সে মাথা তুলিয়া কিশোরের মুখের দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না।

চীৎকারে ও ডলির ক্রন্দনের স্বরে তাহার মাতা ঘরের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডোরাকে চুপ করিয়া দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় কিশোরকে ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিবামাত্র তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"হাঁ বাবা! কি হয়েছে! ডলি কাঁদ্‌ছে কেন?"

"আপনার মেয়েকে আপনিই জিজ্ঞাসা করুন" বলিয়া

কিশোর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে নামিয়া গেল।

১[illegible]

পরদিন কিশোর বিকাল বেলায় ষ্টেশন যাইবার আগে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, সে তাহার বউদিদিকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে যাইবে কি না? কেবলই তাহার মনে হইতেছিল যদি সে তাহার বউদিদিকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে না যায়,—তাহা হইলে তাহার দাদা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ডলি কেন আসিল না, তখন সে তাহার দাদাকে কি উত্তর দিবে! কালকের কথাগুলি তাহার মনে আজও বেশ লাগিয়া আছে। কিন্তু কেমন করিয়া সে ঐ কথাগুলি তাহার দাদাকে বলিবে। আর যদিও সে ঐ কথাগুলি আভাসে তাহার দাদাকে বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে ইহজীবনের মতন তাহার বউদিদির সুখ ও শান্তি চলিয়া যাইবে। হয়তঃ বা আরো অধঃপতন হইতে পারে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি তাহাও সে ভাল করিয়া জানে না। সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া—সে রজনী বাবুকে অনেক কটু কথা শুনাইয়াছে। তখনই ক্ষেমীর কথা তাহার মনে পড়িল। সে ক্ষেমীর কথা মন হইতে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু যখন সেই সমস্তই সে অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যক্ষ করিল তখন তাহার

ভাবিবার আর কিছুই রহিল না। কিন্তু সে তাহার বউদিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে। হাজার দোষ করিলেও সে তাহার বউদিদির সুখের দিকে লক্ষ্য করিল। এখন বউদিদির সুখের দিকে চাহিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে যাওয়া উচিৎ ; কিন্তু কেমন করিয়া সে তাহাদের বাড়ীতে তাহার মুখ দেখাইবে। সে যেরূপ ভাবে তাহার মাতাকে বলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সে আর তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না।

অনেক চিন্তার পর কিশোর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে সে আর তাহাদের বাটীতে যাইবে না। একলাই ষ্টেশনে রওনা হইবে।

সাতটার সময় ষ্টেশনে আসিয়া শুনিল, গাড়ী আসিতে এখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে। সুতরাং শুধু শুধু ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা সে একখানি আসনে আসন গ্রহণ করিয়া আপন মনে একখানি পুরাতন গান আবৃত্তি করিতে লাগিল।

গান খানি সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, এমন সময় কিশোর গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইল। 'ডাকগাড়ী' আসিতেছে ভাবিয়া সে গাড়ীর প্রবেশ পথের একধারে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণ পরেই একখানি গাড়ী ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। সেইখানি স্থানীয় গাড়ী। সুতরাং কিশোর হতাশ হইয়া পুনরায় তাহার সেই আসন গ্রহণ করিল।

কিছুক্ষণ বাদে মেল আসিবার ঘণ্টা ষ্টেশনে বাজিয়া উঠিল। "মেল আসিতেছে" "মেল আসিতেছে" বলিয়া কুলী মহলে একটা 'হই' 'হই' পড়িয়া গেল। কিশোর বুঝিল এইবার সত্য সত্যই 'মেল' আসিতেছে। সে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় তাহার সেইস্থানে গিয়া দাঁড়াইল।

কিশোর সেইখানে দাঁড়াইয়া সাম্নের দিকে চাহিল। ডাক-গাড়ী অতিবেগে তাহারই দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। সে পলকহীন নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

গাড়ীর ষ্টেশনে প্রবেশ পথে সে সমস্ত কামরাগুলি বিশেষ ভাবে দেখিতে লাগিল। চার পাঁচখানি গাড়ীর পর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীতে তাহার দাদা তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। সে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত-পদবিক্ষেপে আগাইতে লাগিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া হিমাংশু দেখিল কিশোর একলা তাহার গাড়ীর সাম্নে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মনে হইল, হয়ত ডলি গাড়ীতে বসিয়া আছে; সুতরাং তিনি কুলীদের তাহার জিনিষ পত্র নামাইতে বলিয়া কিশোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ—রে বাড়ীর খবর কি? মা ভাল আছেন?" তারপর একটু ব্যস্তভাবে কিশোরকে বলিলেন, "তুই একটু এখানে দাঁড়া, আমি আমার বাক্সগুলি—রসিদ দেখাইয়া খালাস করিয়া নি?"

কিশোর সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার

দাদা পুনরায় তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে গাড়ী কোথায় ?"

এই অবসরে তাহার দাদা সমস্ত গাড়ী দেখিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু কোন গাড়ীতে ভলিকে দেখিতে না পাইয়া তাহার মনে হইল হয়তঃ তাহাদের গাড়ী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। কারণ কিশোরের যে সব সময় খেয়ালের ঠিক থাকে না সেটা তিনি ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিয়াছেন এবং অনেক সময় তাহার পরিচয়ও পাইয়াছেন।

দাদার কথায় কিশোর বলিল, "একখানি গাড়ী করিয়া লইতে হইবে।" কিশোরের কথায় হিমাংশুর ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মনের কথা চাপা দিয়া কিশোরকে বলিল, "কেন! তুই গাড়ী ঠিক্ করে আসিস্ নি ?"

"আমি ঠিক্ করিয়াছিলাম আমরা তুইজনে একখানি 'ট্যাক্সি' ভাড়া করিয়া চলিয়া যাইব।"

"বাঃ তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি দিই—" বলিয়া তাহার দাদা একটু ম্লান হাসি হাসিলেন। তারপর কিশোরকে বলিলেন "দাড়া! একখানি গাড়ী ঠিক্ করে আসি।" গাড়ী ঠিক্ করিয়া হিমাংশু তাহার ভারি দ্রব্যগুলি সেই গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া কিশোরকে বলিল, "তুই এই গাড়ী নিয়ে চলে যা। আমি আর একখানি গাড়ী লইয়া যাইতেছি।"

দাদার কথায় কিশোর বুঝিল, বোধ হয় গাড়োয়ান বেশী জিনিষের জন্য আপত্য করিয়াছে তাই তাহার দাদা অধিক দ্রব্য বোঝাই দিতে সাহস করিল না। সে ভাবিতেছিল যদি তাহার দাদা নিজে না গিয়া তাহাকে জিনিষগুলি তুলিতে বলিত, তাহা হইলে সে তাহার বাহাদুরীটা তাহার দাদাকে দেখাইয়া দিত। অত ভাল ছেলে হ'লে আজকাল আর চলে না। অথচ দাদার উপর কথা কহিবার উপায়ও ছিল না।

কিশোর গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, এমন সময় তাহার দাদা তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে তোর বউদিদি কেন এ'ল না? তার কি শরীরটা ভাল নেই?"

যে কথা কিশোর সমস্ত রাস্তা ভাবিয়াছে সেই প্রশ্নই তাহার দাদা তাহাকে করিয়া বসিল। এতদিন বাদে তাহাকে তাহার দাদার কাছে মিছা কথা বলিতে হইবে। আজ এক বছর বাদে বউদিদির জন্য, তাহার সেই স্নেহ বিজড়িত ভালবাসার জন্য, তাহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে।

কিশোরকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হিমাংশুর একটু ভয় হইল। কি জানি এতদিনের মধ্যে যদি কোন ভাল মন্দ ঘটিয়া থাকে। তিনি কিশোরকে একটু জোর গলায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে চুপ করে রহিলি? তার কি কোন অসুখ করেছে?"

কিশোর দেখিল আর চুপ করিয়া থাকা উচিৎ নহে। সে স্থির ভাবে উত্তর করিল, "না। বউদি বাপের বাড়ী আছে বলে যাইনি!

"আচ্ছা—! তুই এগো! আমি মোহিত বাবুর বাড়ী হয়ে যাচ্ছি।"

গাড়ীতে উঠিয়া কিশোর ভাবিল সে তাহার বোঝা নামাইয়া ফেলিয়াছে। দাদার কথায় তাহার বউদিদির উপর ঘৃণাটা আরো বাড়িয়া গেল। তাহার মনে হইল, যে লোক এতদিন প্রবাসে থাকিয়া তাহার ছবি মুছিতে পারে নাই, আর তুমি তুচ্ছ মোহে অন্ধ হইয়া অপরের সহিত আমোদে দিন

গাড়ী তাহার বাটীর দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু কিশোর কিছুতেই ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না।

তাহার কাকীমা কিশোরকে একলা গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কিশোর। হিমু কোথায় গেল?"

"কেন! মোহিত বাবুর বাড়ী" এই বলিয়া বেহারাকে জিনিষ পত্র নামাইতে আদেশ করিল।

"কেন! বউমা বুঝি বল্লে?"

"না! বউদি আমার সঙ্গে ছিল না।"

"সে কি রে? তুই বুঝি বউমাকে নিয়ে যাস্ নি?"

কিশোর অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল, "সময় পেলুম না।"

"ওমা! সমস্ত দুপুরটা পড়ে পড়ে ঘুমালি আর এখন ব'লছিস্ সময় পেলি নি!"

কিশোর তাহার কাকীমার কথায় একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "একটু চুপ ক'র দিকিনি! সমস্ত জিনিষ গুলি আমাকে নামাতে দাও।"

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "গাড়ীর এক টাকা ভাড়া হয়েছে এনে দাও।"

তাহার কাকীমা কিশোরের কথার ভাবে রাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন ভাড়ার কথা বলায় তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

১৫

সমস্ত দুপুর ধরিয়া ডলি কোন রকমে তাহার বিষয়ের একটা মীমাংসা করিতে পারিতেছিল না। যদি ঠাকুর-পো তাহার স্বামীকে কিছু বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সে এখন কোথায় দাঁড়াইবে। ঐ কথা স্মরণ হইবার মাত্র সে আর ভাবিতে পারিল না। ভালবাসায় এত যাতনা, এত কষ্ট,সে জীবনে কখনও অনুভব করে নাই। রজনী বাবুকে সে সত্যসত্যই ভালবাসিয়া ছিল, কিন্তু বিধাতা তাহাকে ভালবাসিবার অধিকারটুকু দিলেন না।

হিমাংশুকে সে যে ভালবাসে না, এমন নহে কিন্তু নারী হৃদয়ে একবার রেখা পড়িলে, সেটা যে কোনরূপে মুছিয়া ফেলা যায় না, তাহা সে এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছিল।

কাল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সে ঐ সমস্ত কথা ভাবিয়াছে, তবুও সে চিন্তার লাঘব করিতে পারে নাই। সে সমস্ত কথা তাহার মাকে খুলিয়া বলিয়াছিল, কেবল একটা কথা সে বলে নাই। সে রজনী বাবুকে প্রথম হইতে ভাল বাসিয়াছে।

এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে মোটেই জানিতে পারে নাই। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল পাঁচটা বাজিতে আর বেশী দেরী নাই। সঙ্গে সঙ্গে, সেই সমস্ত ভাবনা আবার তাহার হৃদয়ে জমাট বাধিতে আরম্ভ করিল। সে সোফায় শুইয়া সেই সমস্ত কথা লইয়া অনেক তর্ক করিল কিন্তু কিছুতে চিন্তার হাত হইতে এড়াইতে পারিল না।

তাহার মাতা বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল, যে কন্যা চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানহীনা। তিনি আস্তে আস্তে তাহার পিছনে আসিয়া মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক, কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, "ডলি!"

ডলি ভাবনায় এত বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল যে সে মাতার আগমন মোটেই টের পায় নাই। তাহার মাতার কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল এবং বুঝিল এত স্নিগ্ধকর স্পর্শ স্নেহময়ী ভিন্ন অন্য কাহারও নহে। তাহার চক্ষু আপনা আপনিই বুজিয়া আসিল।

তাহার মাতা আবার তাহাকে ডাকিলেন, "ডলি! তুই ভাবিস্ নি! আমি না হয় তোর হয়ে হিমাংশুকে বলিব।"

কথাটি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ডলি শান্ত ভাবে মাকে বলিল, "না মা! তুমি তাঁকে কিছু ব'ল না। আমায় অদৃষ্টের উপর ভেসে যেতে দাও।"

তাহার মাতা আর কোন কথা না বলিয়া কন্যার শিহরে বসিয়া মস্তকে মৃদু কর-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সুন্দরী অবাধ্য মেয়ের মতন, তিমির বসনে প্রকৃতিকে ঢাকিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মায়ে ঝিয়ের সেদিকে খেয়াল ছিল না। অথচ আকাশ পাতাল কি যে ভাবিতেছে তাহাও জানে না।

মোহিত বাবু আফিস হইতে আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, মাতা ও ডলিকে সেই অবস্থায় বসিয়া থাকিতে, দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা! তোমরা এখানে চুপচাপ করে বসে?"

"না বাবা! এই ডলিকে বুঝাইতেছিলাম।"

"ও দেখ্ ছি ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবে।" তারপর ডলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই তুই ওসব কিছু ভাবিস্ নি!"

কন্যাকার ব্যপারটা মোহিত বাবু ভাল করিয়া জানিতেন না। —তাহা হইলে তিনি ঐ কথা বলিতে পারিতেন না। আর জানিবেনই বা কোথা হইতে? যিনি তাহাকে ভিতরের কথা বলিবেন,

তিনি আজ মাসখানেক য়াবৎ বাপের বাড়ীর সহিত মধুপুরে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হাওয়া বদলাইতে গিয়াছেন। কথা ছিল, মোহিত বাবুর কোর্ট বন্ধ হইলে বড়দিনের সময় তিনি সাতদিনের জন্য সেখানে ঘুরিয়া আসিবেন কিন্তু আজ অবধি তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

তাহার মাতা মোহিতের জল খাবার গুছাইবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মোহিত বাবু জুতা খুলিবার সময় ভিখুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে! কোন চিঠি পত্র আছে?"

"আজ্ঞে সে টুকু একখণ্ড আছে!" মোহিত বাবুর প্রাণে একটু আশা জাগিয়া উঠিল। বোধ হয় চিঠিখানি মধুপুরে হইতে আসিয়াছে। আজ প্রায় একসপ্তাহ হইতে চলিল, তিনি সেখানকার কোনও খবর পান নাই। তাহার ভয় হইতে ছিল, যদি তাহার স্ত্রীর অসুখ হইয়া থাকে এবং বোধ হয় সেই ভয়ে সে এতদিন চিঠি দেয় নাই।

তিনি মুখ হাত পা ধুইয়া পুনঃরায় সেই ঘরে আসিয়া বসিবামাত্র ভিখু তাহার হাতে একখানি পত্র দিয়া বলিল, "আজ্ঞে, জামাইবাবু এসেছেন!"

ভিখুর কথায় মোহিত বাবু অবাক হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জামাই বাবু! কোথায় রে?"

"এই উপরে আসছেন!"

ভিখুর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হিমাংশু বিলাতি ধরনের পোষাকে দেহ আবৃত করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং মৃদু হাসিয়া মোহিত বাবুকে বলিল, "এই যে মিষ্টর!" মোহিত বাবুও মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"কি হে! কবে এলে?"

"তোমরা তঃ বাবা আর খোঁজ রাখ না।"

মোহিত বাবু হিমাংশুর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আরে! তুমি ব'ল কি! তোমার খোঁজ রাখি না। রোজই শুনছি তুমি আসছ।"

মোহিত বাবু চীৎকার করিয়া ডোরাকে ডাকিলেন। ডোরা ঘরে আসিয়া সম্মুখে দিদির বরকে দেখিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। মোহিত বাবু সেইখানে থাকায় কোন কথা বলিতে পারিল না।

হিমাংশু ডোরার সহিত ঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদি কোথায়?"

"দিদি মার কাছে বসে আছেন।"

"চল! তোমার মার সঙ্গে দেখা করে আসি!"

মোহিত বাবু ঘরের ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া ডোরাকে বলিল, "তুই ওখানে দাঁড়াইয়া কি কচ্ছিস্! হিমাংশুকে মার কাছে নিয়ে যা না।"

ডোরা এতক্ষণ হিমাংশুর দিকে মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া হাসিতে ছিল। দাদার কথা শেষ হইতে না হইতে সে তাহার জামাই বাবুকে বলিল, "চলুন।"

বাড়ীর ভিতর যাইবার পথে ডোরা হিমাংশুকে বলিল, "জান্‌লেন জামাইবাবু। দিদি তঃ ভেবে ভেবেই সারা। আপনার মাঝে মাঝে একখানি করিয়া চিঠি দেওয়া উচিৎ ছিল।"

"কেন ওকে কি চিঠি দিই নাই ?"

"যা' চিঠি দিতেন তা না দেওয়ারই মতন। কেবল তুমি কেমন আছ। আমি ভাল আছি। অতগুলা পাস করে কি খালি ঐ দুটি কথা শিখেছেন।"

এই বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল। হিমাংশুও হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,

"আচ্ছা তুমি যদি আমার মতন বিদেশে থাক্‌তে তা হ'লে কি রকম চিঠি লিখ্‌তে ?"

"আমি হ'লে! প্রথমে তঃ প্রস্তাবনাই এক পাতা লিখে ফেল্‌তাম্। তারপর যে সমস্ত কথা শিখিয়াছি সেই সমস্ত দিয়া লম্বা লম্বা নূতন জিনিষের বর্ণনা দিতাম। শেষে প্রাণের দুই একটি—"

ডোরা কথাটি শেষ না করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ডোরা এই সমস্ত বাজে কথা কহিতে কহিতে হিমাংশুকে

সঙ্গে লইয়া তাহার মাতার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডলি সেই খানেই বসিয়া ছিল। ডোরা যেমনি আসিয়া তাহার মাতাকে বলিল, "মা জামাই-বাবু এসেছেন!" অমনি হঠাৎ ডলির মনে হইল, তাহার দেবতা ইহ-জন্মের মতন বিদায় লইতে তাহার কাছে আসিয়াছে। তাহার হৃদয় তন্ত্রী বেসুরে বাজিয়া উঠিল। নারী হইয়াও সে আজ তাহার হৃদয়ের বেদনা সহ্য করিতে পারিতে ছিল না।

শ্বশ্রুমাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে এলে? ব'স।"তারপর ডোরাকে একখানি আসন দিতে বলিয়া বলিল, "আমাদের একটু খবর দিতে হয়। মোহিত আফিসের পর ষ্টেশনে যেতে পারতো!"

হিমাংশু শাশুড়ীর কথাটি চাপা দিবার জন্য বলিল, "এই মাত্র আসছি!"

"সে কি গো! ঘরের ছেলে ঘরে না গিয়ে এখানে এ'লে, —তোমার মা কিছু মনে করবেন না ত?"

"দুইজনেই ত আমার কাছে সমান।"এই কথায় ডলির মাতা অপ্রস্তুতে পড়িলেন। তিনি না বুঝিয়া কি যে একটা বলিয়া ফেলিলেন, সেই জন্য তিনি মনে মনে লজ্জা অনুভব করিলেন। তিনি অন্য কোন কথা না বলিয়া হিমাংশুর খাবার আনিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিলে হিমাংশু বলিল, "আমি মনে ক'চ্ছি, ডলিকে আমার সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

"সে তঃ বেশ কথা! তোমার জিনিষ তুমি নিয়ে যাবে, তাতে আমাদের কি আপত্তি থাকতে পারে তুমি একটু ব'স বাবা! আমি খাবারটি নিয়ে আসি।"

ডলির মনে হইল, কিশোর সমস্ত কথা তাহার দাদাকে বলিয়াছে এবং সেইটার সত্য মিথ্যা মীমাংসার জন্য তাহার স্বামী তাহাকে লইবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহার মনে ভয় হইল। রজনী যেন প্রলয়ের অন্ধকার লইয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া আছে। হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে কে যেন হুঙ্কার দিয়া বলিতেছে, "ডলি! প্রণয়ের পরিণাম এই।"

সে আজ তাহার জীবনের ইতিহাস তাহার স্বামীর চরণে নিবেদন করিবে। জীবনের ভাল মন্দের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সে আজ স্থির করিয়া লইল,—সে তাহার দেবতার পদতলে বসিয়া তাহার ভুলের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। ভবিষ্যতে জীবনের ভুলটী শোধরাইবার চেষ্টা করিবে।

১৬

গাড়ীতে উঠিয়া হিমাংশু তাহার আদরের পুতলী ডলির হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"ডলি! কেমন আছ?"

ডলির প্রত্যেক শিরাগুলি স্নেহের আস্বাদন পাইয়া পুলকে নাচিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এই দেবতাকে ছাড়িয়া সে এতদিন কামদেবের উপাসনার জন্য দৌড়াইয়া বেড়াইয়া ছিল। তাহার হৃদয় ভয়, লজ্জা ও আমোদে এত মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়া ছিল যে, সে তাহার স্বামীর কথার উত্তর দিতে পারিল না। চুপ করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

"কি ডলি! চুপ করে রহিলে যে?" ডলির ভয় তখনও যায় নাই। তখনও তাহার মনে হইতে ছিল, তাহার স্বামী কি আজ তাহাকে শেষ আদর করিতেছে—না প্রবাসের বিরহ কথায় জানাইতেছে। তাহার অলস দেহখানি ধীরে ধীরে তাহার স্বামীর গায়ের উপর হেলিয়া পড়িল।

* * • • •

হিমাংশু যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল, তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। তাহার মাতা পথ পানে চাহিয়া তাহার পুত্রের আশায় বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। কিশোর তখন তাহার দাদার ঘরে সমস্ত বিছানা পত্র খুলিতে ছিল।

গাড়ীর শব্দে তাহার মাতা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গাড়ী হইতে হিমাংশু নামিবামাত্র তাহার মাতা চাপা গলায় হিমাংশুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আচ্ছা! তোর কি সব উল্টো—"

মুখের কথা মুখেই বাঁধিয়া গেল। তিনি কথাটা আর শেষ করিতে পারিলেন না। গাড়ী হইতে তাহার পুত্রের পিছনে তাহার পুত্রবধুকে দেখিয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

তাহার মনে অনেক দিনের চাপা ভয় আবার মাথা তুলিয়া দেখা দিল। যদি তাহার পুত্র তাহার বধূমাতার কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে দোষটা তাহারই উপর পড়িবে কারণ মা হইয়া বিবাহের পর কেন তিনি তাহাকে সাবধান করিয়া দেন নাই।

হিমাংশু গাড়ী হইতে নামিয়া মাতাকে বলিলেন, "হাঁ মা! ওদের একবার খবর দিতে নেই?"

'ওদের' অর্থটা তাহার মাতা বেশ বুঝিলেন। তাঁহার মনে হইল বোধ হয় বউমা তাহার পুত্রকে কিছু বলিয়াছে। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইবে। কিশোর যে নিজে কাল বিকালে ওখানে খবর দিয়া আসিয়াছে। তিনি হিমাংশুর কথা শুনিয়া বলিলেন, "ওমা! কেন খবর দেব না? কিশোর কাল নিজে গিয়ে ওদের বাড়ীতে খবর দিয়ে এসেছে। ঝি, চাকর নয় যে মিছামিছি ঘুরে এসে বল্‌বে। আর এ খবর কি কেউ কখনও না দিয়ে থাকৃতে পারে?"

তাহার মাতার কথায় ডলির বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিশোর তঃ এ খবর তাহাকে দেয় নাই—কিন্তু কেন দেয় নাই যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে সে তাহার দাদাকে কি

উত্তর দিবে? সে যাহা ভয় করিয়াছিল, বিধাতা তাহাই ঘটাইলেন। সে আর ভাবিতে পারিল না। পৃথিবীর অন্ধকার তাহার চোখের উপর আরো গাঢ় হইয়া আসিতে ছিল, দেহখানি মৃদু ঘর্ম্মে সিক্ত হইল, সে আস্তে আস্তে পা টিপিয়া কোন রকমে, তাহাদের পাশ দিয়া নিজের ঘরে আসিয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িল।

মেজেতে ঠাকুরপোকে বিছানা লইয়া ব্যস্ত দেখিয়া তাহার প্রাণ আরও শুকাইয়া গেল। সে চুপ করিয়া অলস দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রথমে কিশোর তত গ্রাহ্য করে নাই। বোধ হয় ঘৃণায় তাহার বউ দিদির সহিত তাহার কথা কহিতে ইচ্ছা হইতে ছিল না। কিন্তু কথা না কহিলে তিনিই বা কি মনে করিবেন। তিনি হয়তঃ কল্যকার ব্যাপারের জন্য লজ্জায় তাহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাই বলিয়া সেও কি তাহার সহিত কথা কহিবে না। সে মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্র তাহার বউদিদির শুষ্ক মুখখানি দেখিতে পাইল। যেন হৃদয়ের সমস্ত বেদনা লইয়া তাহার বউদির শুষ্ক মুখখানি তাহাকে বলিতেছে, "ওগো ঠাকুরপো! আমায় ক্ষমা ক'র! তোমার দাদাকে কিছু ব'ল না!"

বউদির শুষ্ক মুখখানি তাহার হৃদয়ে এত আঘাত করিল যে সে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না।

"কি বউদি কখন এ'লে ?"

কিন্তু উত্তর দেওয়া তাহার পক্ষে এখন কতটা কঠিন, তাহা সে ছাড়া আর কেহই জানিল না। ডলি অপরাধীর মতন ফ্যাল্-ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"কি বউদি ! কথা বল্‌বে না ?"

ডলি অনেক চেষ্টা করিয়া কিশোরের কথার উত্তর দিল :

"এই তোমার দাদার সঙ্গে এলুম !" তাহার একবার মনে হইল সে তাহার ঠাকুরপোকে অনুরোধ করে, যেন সে তাহার দাদাকে কোন কথা না বলে। সে আর ওপথে যাইবে না। কিন্তু মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। বলি বলি করিয়াও সে কোন রকমে বলিতে পারিল না।

হিমাংশু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিশোরকে ঐ সমস্ত লইয়া নাড়া চাড়া করিতে দেখিয়া বলিল, "তুই ওসব কি কর্‌ছিস্ ?"

"কাকী মা বল্‌লেন যে এ সমস্ত কাচ্‌তে দিতে হবে।"

"তা তুই ওকে ছেড়ে দে না" বলিয়া ডলির মুখের দিকে চাহিলেন। ডলি খাট হইতে নামিয়া কিশোরের পাশে আসিয়া বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি ছেড়ে দাও, আমি সব ঠিক্ কর'ছি !"

হিমাংশু ডলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আগে আমায় একখানি কাপড় দাও দিকিন ! ধড়া চূড়াগুলি ছেড়ে ফেলি।"

ডলি আলমারি হইতে একখানি কাপড় বাহির করিয়া তাহার স্বামীর হাতে দিল। হিমাংশু কাপড় খানি হাতে লইল বটে কিন্তু চোখদুটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কিশোর ঘরে ছিল বলিয়া হাজার ইচ্ছা সত্বেও কোন কথা বলিতে পারিল না।

১৭

রজনীবাবু রাস্তায় আসিয়া একবার পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, কিশোর তাহার পিছন পিছন নামিয়া আসিয়াছে কি না? তাহার সেই কথাগুলি তখনও তাহার কাণে প্রতিধ্বনি হইতে ছিল। গ্যাসের আলোগুলি তাহার কাছে তেজহীন বলিয়া মনে হইতেছিল—রাত্রের স্নিগ্ধতা কে যেন আজ কাড়িয়া লইয়াছে!

রজনীবাবু অন্য কোথাও অপেক্ষা না করিয়া বরাবর তাহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু বাটীর ভিতরে যাইতে সাহস হইল না। তিনি বাহিরের ঘরে শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, এখন তিনি কি করিবেন? মোহিতবাবুর কাছে তিনি আর কি করিয়া তাহার ঘৃণিত মুখখান দেখাইবেন। তখনই আবার তাহার মনে পড়িয়া গেল, যদি বিভূতিবাবু এ সমস্ত কথা শুনেন, তাহা হইলে প্রতিদিন চা পানের সময় তিনি তাহাকে ছাড়িয়া অন্য কোন কথা বলিবেন না।

জীবনে ভুল

তাহার কথা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না বরং যদি তাহাকে মরিতে হয় সে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। কিন্তু তখনই নীহারের কথা স্মরণ হইবা মাত্র তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এই একটা সামান্য ব্যাপার লইয়া তিনি মরিতেই বা যাইবেন কেন? তাহার যে বংশে আর কেহই নাই। তাহার মা আর নীহার কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে?

ভাবনার গুরুভার সে আর বহন করিতে পারিতেছিল না। ডলির উপর একটা রাগ ও ঘৃণা তাহার মনের মধ্যে অধিকার বিস্তার করিতেছিল। ডলি কেন কাঁদিল? তাহার জন্যই ত এতটা জানাজানি হইয়া গেল। এতদিন যাহার নিকট হইতে একটি কথা শুনিবার জন্য দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছি সেই আজ আমার জীবনের সমস্ত সুখ ও শান্তি নষ্ট করিয়া দিল। কিন্তু রজনীবাবু পুরুষ হইয়া এইটা বুঝিল না—যে নারী যতই ভাল-বাসুক না কেন, তথাপি মুখ ফুটিয়া কখনও বলিবে না, কেবল আকার ইঙ্গিতে মানুষকে জানাইয়া দেয়।

বিবাহের পর, ডলি যে এতটা উদাসিনী হইয়া যাইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তাহাকে ভালবাসার নূতন নূতন ডালি সাজাইয়া উপহার দিয়াছি, কখনও সে মৃদু হাসি হাসিয়াছে, কখনও বা মুখের উপর বলিয়াছে, আমি অপরের, আমার আর লইবার বা দিবার কোন অধিকার নাই।

রজনীবাবুর মনে হইতেছিল, ডলি আমায় ভালবাস কি না সেটা সে জানে না। তাহার কিসের অধিকারটুকু হিমাংশু কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। না, যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া গিয়াছে, "ওগো তুমি আমার হৃদয়রাণী, কাহারও অধিকারে যাইও না, আমার হৃদয় আসনে চিরকাল বিরাজ করিও।"

যতই, সে এই সমস্ত ভাবিতে লাগিল ততই তাঁহার মনে হইল, ডলি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে ধরা দিতেছে না। সে যদি একটিবার বলিত, হাঁ আমার সমস্ত মনে আছে, আমি তোমায় ভুলিতে পারিব না, তাহা হইলে হয়ত এতটা গড়াইত না।

কিন্তু রজনীবাবু এটা ভাবিতে পারিলেন না, যে যদি ডলি তাহাকে বলিত, হাঁ তাহার সমস্ত কথা মনে আছে, তাহা হইলে তিনি নিজেকে সংযত রাখিতে পারিতেন কি না? ইহাতে ভুল ভাঙ্গিবার উপায় ছিল, তাহাতে তাহাও থাকিত না।

রজনীবাবু এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে এত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে কখন নীহার আসিয়া পিছন হইতে তাহার চোখ দুটি টিপিয়া ধরিল তাহা তিনি 'টের' পাইলেন না। এই ব্যবহারে রজনীবাবুর রাগটা নীহারের উপর আসিয়া পড়িল। তিনি নীহারের হাত দুটি চোখের উপর হইতে জোরে সরাইয়া দিয়া রাগত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "সব সময় তোমার ওসব ভাল লাগে না।"

তাহার স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার তাহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিল। সে কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া গম্ভীর ভাবে, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; এই আশায় যদি তিনি আবার আদর করিয়া তাহাকে ডাকেন।

কিন্তু আজ আর তাহা হইল না। রজনীবাবু আজ নিজেতেই নিজে ছিলেন না। তিনি নীহারকে সেই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আবার রাগিয়া উঠিলেন, "তোমায় কে বাহিরে আস্‌তে বলে'ব'ল ত?"

"কেউ ছিল না বলিয়া এসেছি, নহিলে কি আসি?"

নীহারের চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

"বাহিরে আসবারই বা দরকার কি?"

নীহার কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "বিকালে খেয়ে যাওনি; রাত হ'য়ে গেল, তাই বাহিরের ঘরে দেখ্‌তে এলুম।"

রজনীবাবু চুপ করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। নীহার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন স্বামীর নিকট হইতে কোন উত্তর পাইল না, তখন স্বামীর পা দুটি জোর করিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি রাতদিন কি ভাব? তোমায় ত এ রকম কখনও দেখি নি।"

রজনীবাবুর আজ কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তিনি

নীহারের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি বাহিরে থেকে যাও! আমি খেতে যাচ্ছি।"

কথাগুলি নীহারের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্বামী, হৃদয়-দেবতা, এই ভাবিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

"তা হ'লে তুমি যাবে না?" নীহার চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৮

রাত্রে রজনীবাবু, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মনের উত্তেজনায়, সেই সমস্ত ঘটনাগুলি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন। কিশোর যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিতেছে, "কেন তুই আমার বউদির সর্ব্বনাশ কর্‌লি? তোর পাপের প্রতিফল আজ আমি দিব।"

রজনীবাবু ঘুমের ঘোরে বলিতে লাগিলেন, "কিশোর! আমায় ছেড়ে দাও! ভালবেসে যদি ভুল ক'রে থাকি তাহা হ'লে আমায় মাপ ক'র! কিন্তু ভালবাসা ত আমার হাতে নয়, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা—হৃদয়ের নেশা!"

কিন্তু কিশোর তাহার উত্তরে তাহাকে বলিতেছে, "তুমি ত সত্যই ভালবাস নাই, তোমার ওটা চোখের নেশা! তুমি পুরুষ হইয়া কেন সাম্‌লাইয়া লইলে না?"

এই কথা বলিয়া কিশোর যেন তাহার গলাটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিল। তাহার শ্বাস যেন ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। রজনীবাবু ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওগো আমায় রক্ষা ক'র। কিশোরের হাত হইতে আমায় বাঁচাও।"

নীহারের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধড়্ ফড়্ করিয়া উঠিয়া স্বামীর গায়ে হাত দিয়া দেখিল। রজনীবাবু চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। খাট হইতে নামিয়া সে ঘরের আলো জালিল। রজনীবাবুর তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; লজ্জায় তিনি নীহারের মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। স্বপ্নের কথা তখনও তাহার মনে জাগিতেছিল।

নীহার খাটের কাছে আসিয়া তাহার স্বামীকে ডাকিল। রজনীবাবু নীরবে তাহার স্ত্রীর দিকে চাহিলেন। নীহার স্বামীর পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ—গা! কোন দুঃস্বপ্ন দেখছিলে না, কি?"

কিশোরের ছবিখানি তখনও তাহার মানস চক্ষেব সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি নীহারের কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন।

রজনীবাবু একবার ভাবিলেন, কেন তিনি এমন স্ত্রী থাকিতে ডলির প্রেমের আশায় ঘুরিয়া মরিতেছেন। কিন্তু এ ভাবনা

বেশীক্ষণ তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। তিনি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐ সমস্ত ভাবিতে লাগিলেন।

নীহার তাহার স্বামীকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। এই ভয়ে—পাছে যদি তিনি আবার রাগ করেন। শুধু পাশে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বাদে নীহারের মনে হইল, তাহার স্বামী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সেও তাহার স্থান অধিকার করিয়া শুইয়া পড়িল এবং শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে কখন যে রজনীবাবুর তন্দ্রা আসিয়া তাহাকে নির্জীব করিয়া দিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তন্দ্রার ঘোরে তিনি আবার সেই সমস্ত ছবি দেখিতে লাগিলেন, কিশোর তাহার পিছন পিছন আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। সেই রকম গম্ভীর ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিতেছে "তোমার আমার হাত হইতে নিস্তার নাই।"

রজনীবাবু ঘুমের ঘোরে তাহাকে বলিলেন, "কিশোর! একটা ভুলের জন্ত আমায় মাপ ক'র। জানি জীবনে এ ভুল শোধরাইবার উপায় নাই, কিন্তু যাহা করিয়া ফেলিয়াছি তাহার জন্ত আমি অনুতপ্ত।"

কিশোর যেন তাহার হাতটি জোরে নাড়া দিয়া বলিতেছে,

"মেয়ে মানুষের জীবন কি ছেলে-খেলা করিবার জন্য। তাহাদের জীবনের কি একটা মূল্য নাই।"

তিনি বলিলেন, "আছে! কিন্তু যখন হয়ে গেছে তখন কি ক্ষমা নাই?"

কিশোর যেন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "না! এর ক্ষমা নাই! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।"

এই বলিয়া সে যেন তাহাকে মারিবার জন্য হাত তুলিল। রজনীবাবু আবার ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন! নীহারের আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল তাহার স্বামী চোখ চাহিয়া হাঁ করিয়া শুইয়া আছেন।

নীহার ভীতচিত্তে তাহার স্বামীর হাত দুটি নিজের বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ—গো! আজ এত ভুল বক্‌ছো কেন? তোমার কি হয়েছে আমায় ব'ল না?"

তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার স্বামীর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "আজ কয়দিন ধরিয়া তোমায় শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি? তোমার কি কোন অসুখ করেছে?"

রজনীবাবু কি ভাবিলেন জানিনা। তিনি নীহারকে স্নেহ বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "নীহার! তুমি আমায় এসব কথা জিজ্ঞাসা করিও না। তোমার কাছে আমার লুকিয়ে রাখ্‌বার

কিছুই নাই তবে—"এই বলিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন, —ইচ্ছা নীহার তাহার চক্ষের জল না দেখিতে পায়।

তাহার স্বামী তাহার কাছে গোপন রাখিবার চেষ্টা করিতেছে—দেখিয়া নীহার বলিল, "বেশ ত! তোমার যদি আমায় বলিতে না ইচ্ছা থাকে ডাক্তার ডাকাইয়া রোগের একটা প্রতিকার ক'র।"

রজনীবাবু কাতর কণ্ঠে নীহারকে বলিলেন, "না—নীহার! এ রোগ ডাক্তারের অসাধ্য! এর ওসুধ, শুধু তুমি আমার গায়ে হাত দিয়া ঘুমোও। তাহা হ'লে আমি শান্তি পাব!"

বুকে হাত দিয়া শুইলে তাহার স্বামী সুখী হইবে, ইহার অপেক্ষা নীহার আর কি আশা করিতে পারে। সে বাধ্য স্ত্রীর মতন তাহার বাহুদ্বয় দ্বারা তাহার স্বামীকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

সকাল বেলায় উঠিয়া দেখিল, সূর্য্যদেব তাহার মতের অপেক্ষা না করিয়া, জানালার ভিতর দিয়া তাহার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিল,তাহার স্বামী তাহার পাশে নাই—তাহার বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। কাল হইতে তাহার মাথার কিছুই ঠিক নাই। যদি তিনি খেয়ালে কিছু করিয়া ফেলেন। সে আর ভাবিতে পারিল না। তাড়া-

তাড়ি ঘর হইতে স্বামীর খোঁজে বাহির হইবে, এমন সময় রজনী বাবু শুষ্কমুখে তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "নীহার! কাল আমি বৈদ্যনাথে যাব! তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?"

নীহারের মুখখানি হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "তোমার সঙ্গে যাব; এটা জিজ্ঞাসা করতে আমার কাছে এসেছ! তোমার পাশে থাকা ছাড়া কি আমাদের আর কিছু সুখ আছে?"

নীহারের কথায় তিনি লজ্জা অনুভব করিলেন। আজ দেড় বৎসর ধরিয়া তিনি তাহার একটিও ত্রুটি পান নাই। তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে আমি কালই যাব মনে ক'রছি!"

"মা তঃ আমাদের সঙ্গে যাবেন?"

"তিনিই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন!" নীহার ঔৎ-সুক্যভাবে—, "তিনি আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন?" বলিয়া তাহার স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

"না! তিনি বলছিলেন, তোমার বাবা ও মা কলিকাতায় আসিয়াছেন। তুমি যদি দিন কতক তাঁহাদের কাছে গিয়ে থা'ক।"

নীহার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "আমি কোথাও যাব না।"

এই বলিয়া সে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। একটু অগ্রসর হইয়া পিছন ফিরিয়া স্বামীর অবস্থাটা দেখিল। তাহার দেবতা শূন্য পানে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে। সে ঘরে না আসিয়া শ্বাশুড়ীর উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

রজনীবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বিছানার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই সময় নীহার হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "আমার জন্য তোমার কিছু ভাবতে হ'বে না। তবে আজ বিকালে একবার মার সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে!"

রজনী বাবু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি মার মত নিয়ে এ'লে? কিন্তু আজ ওখানে গেলে কখন তুমি সব গুছিয়ে নেবে!"

নীহার সেই রকমই হাসিতে হাসিতে বলিল, "কাল তঃ যাওয়া হতেই পারে না কারণ কাল হচ্ছে বৃহস্পতিবার। আগে একটি দিন দেখ—তারপর।"

নীহারের কথায় রজনীবাবুর হুঁস্ হইল। তিনি পাঁজি দেখিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন। কলিকাতা তাহার মোটেই ভাল লাগিতে ছিল না। যত শীঘ্র তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারেন তাহারই বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

১৯

কথা চাপা থাকে না। ভালই হোক আর মন্দই হোক, নয় আগে নয় পরে বাহির হইবেই। ডলির কথাও চাপা রহিল না। হিমাংশুর কানে উঠিল। তাহার স্ত্রী রজনীবাবুকে ভাল-বাসে এটা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

কয়দিন ধরিয়া তিনি তাহাকে এই—কথাটী জিজ্ঞাসা করি-বেন এই ইচ্ছা করিতে ছিলেন কিন্তু তাহার সরল ব্যবহারের কাছে তিনি কিছুতেই মনে দৃঢ়তা রাখিতে পারিতেছিলেন না। কথাটা মুখে আসিয়া বাঁধিয়া যাইত। আজ রাত্রিতে তিনি যখন বাড়ীর ভিতর খাইতে আসিতেছিলেন, তখন দ্বিতলের একটি ঘরে বসিয়া তাহার মাতা, কিশোর ও ক্ষেমী ঐ কথা লইয়া ভয়ানক ভাবে আলোচনা করিতেছিল। কথাটির সূত্রপাত প্রথমে তাহার মাতাই করিয়াছিলেন কারণ তিনি প্রথম কিশোরকে উহাদের বাটীতে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

কিশোর প্রথমে কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু যখন সে দেখিল তাহার কাকীমা তাহাকে সহজে ছাড়িতেছে না এবং সেও নিজের কথার বাঁধনি রাখিতে পারিতেছে না, তখন সে রাগতভাবে বলিয়া উঠিল, "কি ক'রে বল্‌বো? তোমরা তঃ এখানে বসে বসে বলছ খবর দিলি না কেন?"

"কেন বউমা কি বাড়ী ছিল না?"

"তখন বউমা, বউমাতে ছিল না!"

"তুই যে কি কথা বলিস্ কিশোর—?"

কথাটা বাহির হইবার পর কিশোরের হুঁস্ হইল, তাই তঃ সে কি বলিতেছে! ক্ষেমী ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল কারণ সে আভাসে সমস্তই বুঝিয়াছিল।

কিশোরকে রাগিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার কাকীমাও রাগিয়া উঠিলেন। তিনি গলার স্বরটা একটু উঁচু করিয়া বলিলেন,

"কেন? এটা কি একটা ভয়ানক কথা যে তুমি বউমাকে বল্‌তে পার্‌লে না অথচ দিন রাত ধরেই তঃ তার সঙ্গে ইয়ারকি দিচ্ছ।"

কথাটার ভাবে ও ভঙ্গিতে কিশোরের রাগ আরো বাড়িয়া গেল। সেও সমান গলায় কাকীমাকে উত্তর করিল, "আপনি তঃ বল্‌ছেন, কিন্তু বউদির অবস্থাটা দেখ্‌লে আপনি আর কখন আমায় ওদের বাড়ীতে যেতে বল্‌তেন না। ঘরে ঢুকেই—" কিশোর নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া এই খানেই থামিয়া গেল। সেখানে থাকা আর উচিৎ সঙ্গত নয় বিবেচনায় সে সেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ঘর হইতে বাহির হইয়া সে দেখিল তাহার দাদা দালানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তখনই তাহার সন্দেহ হইল, নিশ্চয়ই তাহার দাদা তাহাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছে। সে সেখানে আর

এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া নিজের পড়িবার ঘরে আসিয়া বসিল। তখনও তাহার কাকীমা ক্ষেমীকে ঐ ব্যাপার লইয়া কি ব্যবস্থা করিবে তাহার একটা মীমাংসা করিতেছিল।

হিমাংশু আহারে বসিল কিন্তু আজ তাহার আহারে রুচি ছিল না। অথচ না খাইলে মাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা মিছা কথাও বলিতে হইবে, সুতরাং আহারে বসাই শ্রেয় এই বিবেচনায় নামমাত্র আহার করিলেন। আহার শেষ করিয়া তিনি বাহিরের ঘরে আসিলেন এবং একটি সিগারেট ধরাইয়া তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে তিনি এখন কোন পথ অবলম্বন করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি তাহাকে সৎ উপদেশ দিয়া রজনী বাবুর ছবি তাহার হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে অনুরোধ করিবেন, না তাহাকে গোঁড়া হিন্দুর মতন বাড়ীর পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। কিন্তু একটা কথা তাহার প্রাণে বড় আঘাত করিল। কেন ডলি তাহার প্রেমঅর্ঘ্য অন্যকে দান করিল। যদি সে আমায় ভাল বাসিয়া থাকে, তাহা হইলে যৌবনের ইতিহাস সে কখনই আমার নিকট গোপন রাখিত না। রাগে ঘৃণায় তাহার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। যে লোক সহজে ক্রোধের সহায় প্রার্থনা করে না,আজ সামান্য একটা কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ডলি মুখে তাহাকে ভালবাসা দেখায়—সোহাগ করে অথচ প্রাণখানি তাহাকে না দিয়া অন্য আর এক-

জনের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছে—এত বড় একটা মিথ্যা লইয়া তাহার স্ত্রী তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে।

হিমাংশু যতই এই সমস্ত ভাবিতে লাগিল, ততই ডলির উপর ক্রোধ আরো বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই সময় কিশোর সেই ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র হিমাংশু একটু জোর গলায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই নিজে ঐ সমস্ত দেখেছিস্?"

কিশোর তাহার দাদার কখনও ঐরূপ মূর্ত্তি দেখে নাই। তাহার দাদার বিস্ফারিত নেত্রের সাম্‌নে কখন যে তাহার ভীত-মন "হাঁ" জ্ঞাপন করিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, কিশোর দেখিল, চুপ করিয়া দাদার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকা যুক্তি সঙ্গত নহে। রাগে যে তাহার সমস্ত শরীর ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠিতেছে এটা সে স্পষ্ট লক্ষ্য করিল। সুতরাং সে পুনরায় তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া বসিল। যাহার জন্য আসিয়াছিল তাহা আর বলা হইল না।

২০

ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। হিমাংশুর এত-ক্ষণ খেয়ালই ছিল না। ডলির ভাবনা একটা মূর্ত্তিমান অনলের

ন্যায় প্রতি মূহূর্ত্ত তাহার হৃদয়ে এত তাপ দিতে ছিল যে সেটা সহ্য করা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল।

রাত্রি ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। জনকোলাহল পূর্ণ কলিকাতা সহর, ক্রমেই যেন শান্ত, শীতল, মলয় বায়ু স্পর্শে আপনা আপনিই নিঝুম হইয়া পড়িল; কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানি মটর গাড়ী কিম্বা ঘোড়ার গাড়ীর শব্দে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। কিন্তু সেটা মূহূর্ত্তের জন্য। নিঝুম প্রকৃতি আবার তন্দ্রায় আপনা আপনি ঢলিয়া পড়িতেছিল।

হিমাংশু আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। বাহিরের ঘরের আলোটা নিবাইয়া দিবার কথা তাহার স্মরণ ছিল না। কেবল তাহার মনের মধ্যে একটি ভাবনা তোলপাড় করিয়া দুকুল ভাঙ্গিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া একটি কথা তাহাকে উৎব্যস্ত করিয়া তুলিতে ছিল, ডলি—কেন এমন কাজ করিল?

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ডলি তাহার আশায় শয্যার উপর বসিয়া আছে। অন্যদিন হইলে, ডলি তাহার ঐ অবস্থা দেখিলে হাসিত। কিন্তু আজ হিমাংশুর মুখের উপর যে কাল ছায়াখানি তাহার মুখশ্রী নষ্ট করিয়া দিতে ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া সে কোন কথা কহিতে সাহস পাইল না। কেবল চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

হিমাংশু তাহার সাম্‌নে আসিয়া গুরু গম্ভীর স্বরে ডাকিল—"ডলি!"

তাহার স্বামীর সম্ভাষণে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাহার স্বামী যে তাহার বিষয় সমস্তই শুনিয়াছে, তাহা সে স্পষ্টই অনুমান করিল। সে তাহার স্বামীর কথার কি উত্তর দিবে? কেবল অপরাধিণীর ন্যায় পলকহীন নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া হিমাংশু—আবার ডাকিল,—"ডলি!"

ভয়ে ডলির চক্ষু আপনা আপনিই বুজিয়া আসিল। বুকের গুরু স্পন্দন সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল—, "কেন তুই স্বামীর কাছে লুকিয়ে রাখ্‌লি?"

ডলিকে মৌন দেখিয়া হিমাংশু পুনরায় বলিল, "ডলি! এত বড় একটা অন্যায় লইয়া তুমি আমার পাশে ছিলে? কই একদিনের জন্যেও তঃ তুমি তোমার আপরাধ স্বীকার করিয়া লও নাই। মনে করিয়া ছিলে জীবনটা এই রকম ভাবেই কাটাইয়া দিবে?"

তাহার পর আরো কাছে গিয়া মুখখানি, তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "তা হয় না! তা হ'লে ভগবান যে মিথ্যা হয়ে যায়।"

ডলির একবার ইচ্ছা হইল, সে তাহার স্বামীর চরণে পড়িয়া

ক্ষমা ভিক্ষা চায়। সে তাহার স্বামীর বুক ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করে, এ জীবনে সে আর রজনী বাবুর সহিত কথা কহিবে না। কিন্তু হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও সে একটি কথাও মুখ দিয়া বাহির করিতে পরিল না।

"তা হ'লে আজ হ'তে তুমি রজনী বাবুর আশ্রয়ে থেকো" এই বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে যাইবেন এমন সময় ডলি ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হিমাংশু সেই খানে দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, "কাঁন্না কিসের? তুমি যেখানে থেকে সুখী হ'বে সেই খানে থাক্‌বে এতে কাঁন্নার কি আছে?"

এই বলিয়া আবার তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ডলি তাহার মুখখানি অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। হিমাংশু ডলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল,"ডলি! কার ছবি খানি ভেবে এতদিন প্রবাসে কাটিয়েছি জান?"

তারপর একটু থামিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "তোকে বড় ভাল-বেসে ছিলাম, তার উচিৎ প্রতিদান আমায় দিলি। রমণী জাতটা—" হিমাংশুর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। সে অশ্রু সিক্ত নয়নে ঘর হইতে বাহির হইতে যাইবে এমন সময় ডলি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে ডাকিল,

"দাঁড়াও! যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও।"

হিমাংশু ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। মোহ তখনও হিমাংশুকে ছাড়িতে ছিল না। সে সমস্তই জানিয়াছে, তথাপি ডলির মুখের কথা শুনিবার মোহ সে ছাড়িতে পারিল না। ডলি সেই রকমই ফুপাইতে ফুপাইতে বলিল, "হাঁ জীবনে একটা ভুল করিয়াছি। কিন্তু তোমার পেয়ে তঃ সেটা ভুলবার চেষ্টা করিয়াছি।"

"তা হ'লে তুমি রজনীবাবুকে ভালবাস না, এটা বল্‌তে চাও!"

"তাকে ভালবাসি কি না সেটা জানি না, তবে তোমার পাশে থাক্‌তে ভাল লাগে এটা স্পর্দ্ধা করে বল্‌তে পারি।"

সঙ্গে সঙ্গে ডলির ফুঁপান কমিয়া গেল,—চোখদুটি পরিষ্কার হইল—কথাগুলি বলিয়া সে যেন গর্ব্ব অনুভব করিল। হিমাংশু চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; কি যেন একটা গম্ভীর মূর্ত্তি সে আজ ডলির মুখে আঁকা দেখিল। তাহার শান্ত বদন গম্ভীর হইলে এত সুন্দর দেখায়, তাহা সে কখনও ভাবে নাই—কখনও দেখে নাই।

কিছুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর হিমাংশুর চক্ষে জল দেখা দিল। সে কাতর ভাবে ডলিকে বলিল, "ডলি যদি তোর কথা সত্য হয়, তবে তুই কেন এতদিন আমায় বলিস্ নি। তা হ'লে হয় তঃ বাড়ীতে এত ঢি ঢি পড়িয়া যাইত না।" এই বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ডলি আবার তাহাকে ডাকিল, "আর একটী কথা শোন।" হিমাংশু ঘরের বাহির হইতে বলিল,

"আজ আর নয়—"

"আর একটি কথা শুনে—"ডলির কানে বাজিল—

"—আর নয়।"

২১

হিমাংশু চলিয়া যাইবার পর, ডলি নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিল। বাড়ী শুদ্ধ সকলেই তাহার কথা জানিতে পারিয়াছে। তবে আর কেন? এখানে থাকিলে শ্বাশুড়ীর আদর সে আর পাইবে না, স্বামী তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। সে এখন কোথায় আশ্রয় লইবে। নিজের বাপেব বাড়ী? এ কথা তঃ সেখানেও পৌঁছাইবে। তাহার মাতা সেদিনকার ব্যাপারে অল্প আভাষ পাইয়াছেন। কিন্তু মা যদিও আশ্রয় দেন তাহা হইলে বাড়ীর পাঁচজনের কাছে সে কি বলিয়া মুখ দেখাইবে। সে এখন কি করিবে কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর,-হঠাৎ তাহার মনে লাগিল, যদি সে তাহাদের মধুপুরের বাড়ীতে গিয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তঃ কেহই তাহার খবর পাইবে না। কিন্তু নারী বুদ্ধিতে এটা বুঝিল না, যখন তাহার হৃদয়ের গোপন কথা জানা গিয়াছে তখন তাহার

আত্মগোপন মানবে জানিতে পারিবেই। সে এই ভাবিয়া মধুপুরে যাইতে মনস্থ করিল যে যদি তাহার স্বামী সত্যই তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে মধুপুর হইতে ফিরাইয়া আনিবেন, নয় তঃ ভগবানকে আত্ম সমর্পণ করিয়া ইহলীলা শেষ করিবে।

কিন্তু ডলি একবারও ভাবিল না যে তাহার স্বামীকে না বলিয়া গেলে তাহার অপরাধ কত বেশী হইবে। তাহার কেবলই মনে হইতে ছিল, স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই তাহার পক্ষে শ্রেয়

সে আর ভাবিতে পরিতে ছিল না। তাহার হৃদয় এখন শ্মশান। সে স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা, মাতৃ স্নেহ হারা, আত্মজন পরিত্যক্তা; পৃথিবীর সকল আশা তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আত্মহত্যা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। আর যদি সেই মরিতেই হয় তঃ, মধুপুরে গিয়াই মরিবে।

ডলি বিছানা ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। একবাব তাহার ইচ্ছা হইল সে স্বামীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইয়া আসে কিন্তু তাহার পা যাইতে চাহিল না। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহা হইলে তাহার দেবতার আরো কষ্ট হইবে। তাহা অপেক্ষা কিছু না বলিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল। তাহা হইলে হয় তঃ তিনি আবার বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারি-

বেন। তাঁহার ডলি আর এ পৃথিবীতে নাই এইটিই তিনি জানিবেন।

এই সমস্ত ভাবিয়া ডলি চুপি চুপি পিছনের দরজা দিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ সে কি করিতেছে তাহা তাহার মোটেই খেয়াল ছিল না, কিন্তু এখন রাস্তায় আসিয়া তাহার ভয় হইল। কাজটা কি তাহার পক্ষে ভাল হইতেছে। অথচ মধুপুরে যাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে, না ঘৃণিত জীবন গঙ্গার আশ্রয়ে শীতল করিবে? মৃত্যুই তাহার একমাত্র অবলম্বন; স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী হইয়া জীবন যাপন অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর।

ডলি সোজা গঙ্গার দিকে চলিল। খালি পায়ে অনেক আঘাত সহ্য করিয়া, ক্ষত বিক্ষত চরণে সে হাবড়ার সেতুর নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইল।

গঙ্গা ভরা স্রোতে কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া সাগরের সহিত মিলনের আশে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছে; চাঁদবালা গঙ্গার সোহাগ দেখিয়া যেন মৃদু হাসি হাসিয়া পবনকে বলিতেছে, "দেখছিস্ লো সইয়ের রকম।" পবন তঃ সেই শুনিয়া অধীর হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু ডলির সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। একটি মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সে কি করিতে যাইতেছে? চিন্তার কশাঘাতে সে একেবারেই পাগলের মতন হইয়া গিয়াছিল।

গঙ্গার ধারে দাঁড়াইয়া ডলি মরিতে পারিল না। তখনও একটা আশা তাহার মনে জাগিতেছিল, তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসে; তিনি তাহাকে আবার ঘরে ফিরাইয়া আনিবেন।

এই কথাটা স্মরণ হইবামাত্র ডলি গঙ্গার জল স্পর্শ করিয়া, মধুপুরে যাইবার জন্য হাবড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া সে টিকিট কিনিতে সাহস করিল না। কেবল ঐ মনে হইতেছিল বাড়ী ফিরিয়া গিয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া লইবে। কিন্তু আর সকলে তাহাকে দেখিলে কি বলিবে?

ডলি এখন উভয় সমস্যার সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না। একখানি গাড়ী বাঁশী বাজাইয়া চলিয়া গেল। ডলির মনে হইল, গাড়ী যেন শব্দ করিয়া তাহাকে বলিতেছে, "আমার সঙ্গে আয় না, তোকে মধুপুরে নামিয়ে দেব।" ডলি আর বিলম্ব না করিয়া, আঁচল হইতে বাজারের টাকা হইতে খরচ করিয়া একখানি টিকিট ক্রয় করিল এবং স্ত্রীলোকদিগের গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। একজন ভদ্রলোক ডলিকে লক্ষ্য করিয়া দুই তিনবার তাহার গাড়ীর সাম্‌নে দিয়া ঘুরিয়া গেল, কিন্তু ডলির তখন সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। তাহার তখন মনে হইতেছিল, এখন তাহার স্বামী কি করিতেছে? শূন্য ঘর দেখিয়া কি তাহার হৃদয় শূন্য অনুভব করিতেছে? কেন সে স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল না। কেন সে তাহাকে না বলিয়া চলিয়া

আসিল। সে আপনা আপনিই নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

কিন্তু এখন আর ভাবিয়াই বা কি করিবে, গাড়ী তখনি ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল, এই বিবেচনায় যদি চিন্তার হাত হইতে এড়াইতে পারে কিন্তু নিদ্রাও আজ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। সে কেবল জানালার ফাঁক দিয়া নৈশ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

গাড়ী সমস্ত রাত্রি চলিয়া সকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় মধুপুরে আসিয়া থামিল। তখনও প্রভাত হইতে অল্প দেরী আছে। আঁধার তখনও পৃথিবীর আশ্রয় ছাড়িতে ছিল না। একে চিন্তার কশাঘাত, তাহার উপর আবার অনশনে তাহাকে একেবারে নির্জীবের মতন করিয়া ফেলিয়াছিল। কুলী ও লোক-জনের চীৎকারে সে গন্তব্য স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। গায়ে কোন শীতবস্ত্র না থাকায় সে ঠাণ্ডা অনুভব করিল। কিন্তু মনের আগুনের কাছে তাহা তত দারুণ বলিয়া মনে হইল না। মানসিক উত্তেজনায় সে এত কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল যে, বাড়ী যাইবার ক্ষমতাও তখন তাহার ছিল না।

ষ্টেশন হইতে সে ধীরে ধীরে নিজের বাসার দিকে অগ্রসর হইল। টিকিটখানি যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীর হাতে দিয়া ষ্টেশনের বাহির হইতে হয় তাহা তাহার মনে ছিল না।

সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার দূরে একজন স্ত্রীলোককে টিকিট না দিয়া বাহিরে যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া টিকিট প্রার্থনা করিল।

টিকিট চাহিবামাত্র ডলির ভয় আবার বাড়িয়া গেল। যদি মাষ্টার মহাশয় তাহার দাদাকে বলিয়া ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চাওনিও তাহার মনে পড়িল। দাদার সঙ্গে যখনই সে মধুপুরে হাওয়া বদ্‌লাইতে আসিত, সন্ধ্যার সময় তাহাদেরই বাসাতে চায়ের আসর বসিত ; আর সেই আসরে মাষ্টার মহাশয় মুহুর্মুহু তাহার প্রতি যেরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, তাহা তাহার ভাল বলিয়া মনে হইত না। সে কথা কহিলে তিনি অন্তের কথা না শুনিয়া তাহারই কথায় মন সংযোগ করিতেন। তাহারই কথায় বরাবর 'সায়' দিয়া যাইতেন।

ডলি অঞ্চলপ্রান্ত হইতে টিকিটখানি খুলিয়া তাহার হাতে দিল। মাষ্টার মহাশয় সর্প দেখিলেও এত চমকিয়া উঠিতেন না। যে ডলির একটা কথা শুনিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেন, যাহার জন্য তিনি প্রতি বৎসর আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন, আজ এই মধুনিশি অবসানে সেই প্রতিমা একলা নীরবে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

মাষ্টার মহাশয় টিকিটখানি হাতে লইয়া, হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; ডলির তাহা ভাল লাগিতেছিল

না। সে টিকিটখানি মাষ্টার মহাশয়ের হাতে দিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

ডলিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ডলি ! তুমি আজ একলা এ'লে ?"

ডলি কথার উত্তর না দিয়া আপন মনে চলিতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় আবার তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডলি ! তোমায় আজ এত রুক্ষ দেখিতেছি কেন ? তোমার কি কিছু হইয়াছে ?"

মাষ্টার মহাশয়কে তাহার সঙ্গে আসিতে দেখিয়া ডলির ভয় হইল। সে মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলিল, "আপনার আমার সহিত আসিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি তঃ টিকিট পাইয়াছেন এখন আপনার কাজে যাইতে পারেন।"

সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার কাতরকণ্ঠে ডলিকে বলিল, "ডলি ! তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় হ'য়ো না। তোমার কি আমার সঙ্গ ভাল লাগে না।"

ডলি চুপ করিয়া চলিতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ডলি আবার মাষ্টার মহাশয়কে বলিল, "কেন আপনি আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতেছেন ?"

"কষ্ট আর কি! তুমি একলা এই অন্ধকারে বাড়ী যাবে, সেটা কি ভাল?"

"সে আমি বুঝব! আপনি আমার সঙ্গে আসিবেন না।"

মাষ্টার মহাশয় ডলির মুখ হইতে কখনও এরূপ রূঢ় কথা শুনেন নাই,—এরূপ ব্যবহারও প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বুঝিলেন নিশ্চয়ই বাড়ীতে কিছু হইয়াছে, তাই সে এখানে পলাইয়া আসিয়াছে; রাগ পড়িলে আবার কলিকাতায় চলিয়া যাইবে।

মাষ্টার মহাশয়েরও হুস্ ছিল না যে তিনি কতদূর আসিয়াছেন। অদূরে মোহিত বাবুর বাড়ী দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বাড়ীতে পৌছাইয়া গেলে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেনা। তিনি তাহার খুব কাছে আসিয়া বলিলেন, "ডলি! তোমায় আমি এত ভালবাসি, আর তুমি আমায় অবহেলা ক'র।"

রাগে ডলির সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য সে সমস্ত ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, আবার সেই পাপে লিপ্ত করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয় তাহাকে অনুরোধ করিতেছেন। সে পিছন ফিরিয়া ক্রুদ্ধ সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল,"কোথায় আপনি আমায় কন্যা সম্বোধনে আপ্যায়িত করিবেন, তাহা না করিয়া একটী জঘন্য প্রস্তাব করিতেছেন।"

এই বলিয়া সে আবার বাড়ীর দিকে চলিল। ষ্টেশন মাষ্টার দেখিল তাহার শিকার পলাইয়া যায়। সে এ জীবনে হয় তঃ তাহাকে কখনও এরূপ অবস্থায় আর পাইবে না। সে তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া আপন বক্ষে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিল এবং বেদনা ভরা স্বরে নিবেদন করিল,

"ডলি তোর হাতে হাত দিয়া বল্‌ছি আমি সত্যই তোর জন্য পাগল। তোকে সত্যই—"

তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। ডলি তাহার হাত-খানি মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। যখন সে হস্ত মুক্ত করিয়া লইতে অসমর্থ হইল, তখন সে কর্কশকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি আমায় ছাড়িয়া দিন, নয় তঃ—আমি চীৎকার করিয়া দশজনকে ডাকিব। আমায় ছাড়িয়া দিন!"

—ষ্টেশন মাষ্টার তখন কামের উত্তেজনায় অন্ধ। তিনি ডলির হাতখানি আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া, তাহাকে নিজের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন; ডলি উপায়হীনা হইয়া গলার শেষ পর্দ্দায় স্বর মিশাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো আমায় রক্ষা ক'র!"

সূর্য্য তখন সবে পূর্ব্ব গগনে নিজের কিরণ প্রকাশ করিয়া প্রভাতী গানের অপেক্ষা করিতেছিল। ডলির চীৎকারে তাহার

ভয় হইল। এখনই পাঁচজন রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইবে। সুতরাং আর বিলম্ব করা উচিৎ নহে। তিনি ডলিকে ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে সখও আছে কি না? কিন্তু ডলি সেই রকম ভাবেই উত্তর করিল, "আপনি ছাড়িয়া দিন, নয় তঃ আমি আবার চেঁচাইব।"

ষ্টেশন মাষ্টারেরও রাগ হইল। তিনি তাহার বড় বড় চক্ষু দুটির দ্বারা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "যদি তোমায় না ছাড়ি?"

ডলি ভয়ে আবার চীৎকার করিয়া উঠিল,"ওগো আমায় রক্ষাক'র!"

ষ্টেশন মাষ্টার দেখিলেন, এখনই তিনি ধরা পড়িয়া যাইবেন। সুতরাং নিরুপায় হইয়া তিনি জোরে ডলিকে ঠেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ডলি সেই টাল সামলাইতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আঘাত গুরুতর হইয়াছিল। একে সমস্ত দিন আহার হয় নাই তাহার উপর আবার চিন্তায়'জর জর'হইয়া তাহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

গলার শব্দে তাহাদের বাড়ী হইতে মালী দরজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে দিদিমণিকে মূৰ্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার ভয় হইল। হয়তঃ কেহ তাহার দিদি-মণিকে খুন করিয়া পালাইয়া গিয়াছে।

সে পাশের বাংলো হইতে অপর একজন মালীকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা দুইজনে যখন ডলিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে ছিল, সেই সময় প্রভাতবায়ু স্পর্শে ডলির অল্প চেতনা হওয়ায় সে কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল,—

"ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমায় ছুয়ো না।"

মালি তাহার দিদিমণির স্বর শুনিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল,—"দিদিমণি! আমি ফাগু!"

ডলির প্রাণে আবার আশা জাগিয়া উঠিল। সে ফাগুকে বলিল,—

"আমায় আগে ধরে বাড়ী নিয়ে চল দিকিনি!"

"আপনি আসছেন, আমায় চিঠি দিলে আমি ষ্টেশনে বসে থাকতাম্।" তারপর একটু কিন্তু হইয়া বলিল, "আপনি একা এলেন?"

ডলি তাহার কথার উত্তর না দিয়া তাহার হস্তের উপর ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর ভর দিয়া বাটিতে আসিয়া শুইয়া পড়িল। বসিয়া থাকিবার অবস্থা তখন তাহার ছিল না।

২২

হিমাংশু বাহিরের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। ডলি তাহার শান্ত জীবনে ঝড় তুলিয়াছে। সে যাহার জন্য এই দীর্ঘ বিরহ,

প্রবাসে বসিয়া সহ্য করিল, সেই আবার আজ তাহাকে ফাঁকি দিতে বসিয়াছে। তাহার মনে হইতে ছিল, মানুষ যেন কখনও মানুষের জন্য কিছু না করে। ভাল বাসিয়া মানুষ কখনও সুখী হইতে পারেনা।

এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে, তাহার একটু তন্দ্রা আসিল। সেই তন্দ্রার ঘোরে তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, ডলি তাহার পায়ের ধূলা লইয়া তাহাকে বলিতেছে, "স্বামী. দেবতা, আমায় এ জন্মের মতন বিদায় দাও। তোমার কাছে অবিশ্বাসিনী হ'য়ে থাকা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়।"

হিমাংশুর তন্দ্রা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি চোখ চাহিয়া দেখিল,সব সেই—ঘর নিস্তব্ধ—কোথাও কেহ নাই। সে বাহিরের ঘরে থাকিতে আর সাহস পাইল না।

ঘরে আসিয়া সে দেখিল, ঘর সত্যই শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে—ডলি সেখানে নাই। হিমাংশুর মনে ভয় হইল; তবে কি ডলি আত্মহত্যা করিয়াছে। হিমাংশু আলো হাতে করিয়া সমস্ত বাড়ী 'তন্ন-তন্ন' করিয়া খুঁজিল কিন্তু কোথাও ডলির দেখা পাইল না।

হিমাংশু পুনরায় ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল সে এখন কি করিবে? পুলিসে খবর দিবে? না। সেটা ঠিক্ নয়। পুলিসে খবর দিলে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া

যাইবে। অথচ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ডলি বিহনে তাহার প্রাণ হাহাকার করিতেছে।

হঠাৎ হিমাংশুর মনে হইল ডলি হয়তঃ রজনীবাবুর বাড়ী গিয়াছে। সে তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, সুতরাং এই বিপদের সময় তাহার আশ্রয় ভিন্ন তাহার অন্য উপায় নাই। মোহিত বাবুর কথা তাহার মনে হইয়াছিল, কিন্তু এই গভীর রাত্রিতে সে সেখানে যাইতে সাহস পাইবে না, এইটী তিনি ঠিক্ জানিতেন।

কিন্তু এত রাত্রিতে তিনিই বা কি বলিয়া তাহার বাটীতে গিয়া ডলির অনুসন্ধান করিবেন? যদি ডলি সেখানে না গিয়া থাকে; একবার তাহার ইচ্ছা হইল, তিনি মাকে ডাকিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করেন ও বলেন, কিন্তু স্ত্রীর জন্য মায়ের সম্মান নষ্ট করাটা তিনি উচিৎ বিবেচনা করিলেন না। চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া ডলির কথা ভাবিতে লাগিলেন।

অতি প্রত্যুষে হিমাংশু ঘর হইতে বাহির হইতে যাইবে এমন সময় তাহার মাতা ঘরের সাম্নে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন। "বউ মা!"

হিমাংশু ঘর হইতে বাহির হইয়া বিকৃত স্বরে তাহার মাকে বলিল, "তোমার বউ মরেছে।" এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

হিমাংশুর মাতা পুত্রের কথা বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি তাহার পুত্রের এরূপ মূর্ত্তি বা স্বর কখন দেখেন নাই বা শুনেন নাই।

রাস্তায় আসিয়া তিনি প্রথমে কোথায় যাইবেন তাহার কিছুই ঠিক্ করিতে পারিলেন না। রজনী বাবুর কথা মনে হইবামাত্র, ঈর্ষায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া গেল, কেন সে তাহার প্রাণের ডলিকে কাড়িয়া লইতে বসিয়াছে? আমি তঃ তাহার কাছে কোন অপরাধ করি নাই।

রজনী বাবুর বাড়ীর পথে আর একটা কথা তাহার মনে হইতেছিল। নারী জাতীকে ভগবান কি উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ডলিকে তিনি হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দিয়া প্রেমময়ী করিয়া তুলিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই আজ তাহাকে ফাঁকি দিয়া অপরের আশ্রয় লইল। তাহার গর্ভধারিণী মুখে একপ্রকার হৃদয়ে অন্যরূপ। কেন তিনি তাহার ডলিকে প্রথম হইতে সাবধান করিয়া দেন নাই। কেন তিনি রজনী বাবুর প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেন নাই।

হিমাংশু রজনী বাবুর বাড়ী আসিয়া দেখিলেন একটি চাকর বাহিরের ঘরের দরজায় বসিয়া খুব চীৎকার করিয়া গান গাহিতেছে। তাহার মন সন্দেহে দোদুল্যমান হইল; তবে কি কেহ বাটীতে নাই?

তিনি চাকরের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ হে! তোমার বাবু কি বাটীতে আছেন?"

হিমাংশুর অবস্থা দেখিয়া চাকরের একটু ভয় হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে বাবু ত গিন্নীমাকে নিয়ে বৈদ্যনাথে হাওয়া খেতে গেছেন।"

হিমাংশু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। "বৈদ্যনাথে গেছে? কবে?"

"আজ্ঞে সে আজ হপ্তা' খানেক হ'বে।"

হিমাংশু এখন কি করিবে কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না। তবে কি ডলি রজনী বাবুর দেখা না পাইয়া, মা'র আশ্রয়ে গিয়াছে। সে সেখানে অধিক বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনায়, মোহিত বাবুর বাসার দিকে চলিলেন। যাইবার আগে আর একবার চাকরকে বক্‌সিসের লোভ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল সে কোন স্ত্রীলোককে এই বাটীতে আসিতে দেখিয়াছে কি না? কিন্তু চাকর যখন কোন কথা বলিতে পারিল না, তখন তিনি মোহিত বাবুর বাসাতে গিয়া ডলির সন্ধান করিবেন ঠিক করিলেন।

* * * * *

হিমাংশু মোহিতবাবুর বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মোহিত বাবুর চায়ের টেবিল সেই রকমই 'গুলজার'। হিমাংশুও চারিদিক শূন্যদৃষ্টিতে দেখিল, কিন্তু হায়! ডলি সেখানে নাই।

হিমাংশুর অবস্থা দেখিয়া সকলে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। মোহিত বাবু তাহার অবস্থা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ হিমাংশু! তোমায় এমন ভাবে দেখ্‌ছি কেন? তোমার কি হ'য়েছে?"

হিমাংশু আবার চারিদিক চাহিয়া ডলিকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডলি কি আপনাদের এখানে এসেছে?"

মোহিতবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এখানে?" এই বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া তাহাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হিমাংশু একে একে সমস্ত কথা তাহাকে খুলিয়া বলিল, এবং হৃদয়ের বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মোহিত বাবু তাহাকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "দেখ ভায়া! মিছামিছি ভেবে আর কেঁদে কি হবে? তার চেয়ে চল পুলিশে গিয়ে খবর দিয়ে আসি এবং পাঁচ জায়গায় খবর দেওয়া যা'ক।"

হিমাংশু কিছুতেই পুলিশে খবর দিতে রাজি হইতে ছিল না কিন্তু যখন মোহিত বাবু তাঁহাকে সমস্ত উপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন, তখন তিনি আস্তে আস্তে তাহার সহিত পুলিসে গিয়া 'ডায়েরী' লিখাইয়া আসিলেন।

পুলিশ হইতে আসিবামাত্র ভিখু তাহার বাবুর হাতে এক-খানি জরুরী টেলিগ্রাম দিল। প্রথমে মোহিত বাবু মনে করিয়া-

ছিলেন বোধ হয় তাহার স্ত্রী আসিতেছে এবং সেই জন্ত তাহাকে ষ্টেশনে থাকিবার জন্ত সংবাদ দিয়াছে। কিন্ত টেলিগ্রাম খানি পড়িয়া তিনি হাসিতে হাসিতে হিমাংশুকে বলিলেন, "চল ভায়া আজ বৈন্তনাথে যাওয়া যাক! ডলির বৈন্তনাথে গিয়া জর হইয়াছে। কে ও টেলিগ্রাম করিয়াছে?"

এই বলিয়া নিচে পাসের দিকে লক্ষ্য করিল।

হিমাংশুর মন একবার আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল কিন্ত তখনই আবার তাহার মনে হইল, রজনী বাবুর আশায় সে কি বৈন্তনাথে গিয়াছে? এখন একটী কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত তাহার সেখানে যাওয়ার দরকার, তাই সে মোহিত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে আমি ঠিক্ হয়ে থাক্‌বো, আপনি আমাদের ওখানে আস্‌বেন?"

এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিলে মোহিত বাবু তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "সে ত! রাত্রিরে! এখন এখানে স্নানাহার শেষ করে নাও। তারপর বৈকালে বাড়ী গিয়া দুই খানা ... সঙ্গে নিও।"

কিন্ত হিমাংশু কিছুতেই রাজী হইল না। সে মা'র দোহাই দিয়া সেখান হইতে ব... হইয়া পড়িল।

* * *

বৈন্তনাথে,হিমাংশু ... বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,

ডলি কাতর নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আগে ব'ল আমায় ক্ষমা ক'রলে।"

"ক্ষমা তঃ তোমার কথাতেই শেষ হইয়া গেছে। এখন তোমায় তিরস্কার করার দরুন আমায় ক্ষমা কর।"

"তুমি ও কথা মুখে এনো না। সমস্ত দোষ আমার। রজনী বাবুকে ভালবেসে আমিই ভুল করিয়াছিলাম, তখন ভাবি নাই যে এ জীবনে তাহাকে পাইব না।"

হিমাংশু হাঁ করিয়া ডলির কথা শুনিতেছিল। সে চুপ করিবামাত্র হিমাংশু তাহার হাত দুইখানি তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"এখনও কি তুমি রজনীবাবুকে ভালবাস?"

"ভালবাসি কি না সেটা বলতে পারি না! তবে তোমায় ছুঁয়ে ব'লছি, তাহার অর্ঘ্য আমি প্রতিবারই ফিরাইয়া দিয়াছি। কেন জান? যদি দেবতার কাছে অপরাধিনী হই।"

এই বলিয়া ডলি হাঁপাইতে লাগিল। হিমাংশু আর স্থির থাকিতে পারিল না--ডলির বুকের উপর মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। ডলি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল,"কেঁদো না!"

হিমাংশু কিন্তু আত্মসংম্বরণ করিতে পারিল না। সেইভাবেই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ডলি পুনরায় সেই সিক্ত কণ্ঠে বলিল, "আমার কথা শোন! তুমি কাঁদলে যে আমার সব চেয়েও বেশী কষ্ট হচ্ছে!"

"না! আর কাঁদবো না।" এই বলিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আগে বল, তুমি আমার অপরাধ নেবে না?"

"কার অপরাধ? সমস্ত অপরাধ তঃ আমিই করিয়াছি। যদি এ জীবনে ঐ একটা ভুল না করিতাম, তা হ'লে হয় তঃ তোমায় সুখী করতে পারতাম"

"না! আমি জীবনে সুখী হ'ব, যদি তুমি আমার ডলি থাক।

'আমার ডলি' কথাটী তাহার কানের ভিতর দিয়া আসিয়া মর্ম্মে আঘাত করিল। সে কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "বল তুমি আমায় তোমার চরণে স্থান দেবে?" এই বলিয়া সে আবার তাহার পা দুটী ধরিবার চেষ্টা করিল। হিমাংশু তাহার হাত দুটি সরাইয়া দিয়া বলিল, "ডলি আমরা হিন্দু ছিলাম। হিন্দু ললনার মতন তোকেও রাখিবার চেষ্টায় ছিলাম, তাই তোকে বেশী বাহিরে মিশিতে দিতাম না। কেন জানিস? নারী-হৃদয় বড় কোমল; সহজে অধিকার স্বীকার করে।"

"নাথ! হিন্দু তঃ সকলেই। তবে সমাজের অত্যাচারে যে যার নিজের পথ খুঁজিয়া লয়। তোমরা কেন এই পথ অবলম্বন করিয়া ছিলে তাহা তঃ আমায় বলিয়াছ। ঠাকুর বিলাত গিয়াছিলেন সেই অবধি সমাজে স্থান পা'ন নাই। আমি তঃ তোমার কথামত হিন্দুর মতনই থাকি কেবল মা'র সঙ্গে উপাসনা মন্দিরে যাই।"

"সেটা ভাল কাজই কর। ভগবানকে যে যেরূপ ভাবে ভাব্‌তে পারে সেই ভাবেই তাঁকে চিন্তা করা ভাল। দীনের শরণ তাঁর স্মরণেই মুক্তি। উপাসনার দরুন আমি তঃ তোমায় কোন দিন কিছু বলি নাই।"

হিমাংশু কথাগুলি বলিয়া ডলির মুখের দিকে চাহিলেন কিন্তু ডলি বেশীক্ষণ তাহার দিকে চাহিতে পারিল না। অপরাধিনী বলিয়া তাহার চক্ষু আপনা আপনিই নত হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে নীরবে অতিবাহিত হইবার পর ডলি আবার হিমাংশুকে জিজ্ঞাসা করিল; "তা হ'লে তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌লে?"

"তোমায় তঃ অনেকবার বলেছি। কিন্তু তুমি আমায় একটী কথা বল্‌লে না; তুমি কি করে এখানে এলে?"

"হাঁ সেটা ভুল হয়ে গেছে। জীবনে একটা ভুলের জন্ত তোমার চরণে চির অপরাধিনী হইয়াছি; আর তোমার কাছে কোন কথা লুকিয়ে রা'খব না।"

ডলি এই বলিয়া তাহার জীবনের ইতিহাস আরম্ভ করিতে যাইবে, এমন সময় বাহির হইতে মোহিত বাবু ডাকিলেন,

"ডলি! ডাক্তার বাবু এসেছেন।"